ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 May, 2024 ■ আগরতলা ১৪ মে ২০২৪ ইং ■ ৩১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভার চতুর্থ দফায় ভোট সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। সোমবার দেশের দশটি রাজ্যে ৯৬ টি আসনে চতুর্থ দফার ভোট সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বশেষ মোট ভোটের হার কত কত হয়েছে তা জানা না গেলেও। প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী রাত আটটা পর্যন্ত কমিশনের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে ভোটের হার ৬২. ৮৪ শতাংশ। জানা গেছে বহু জায়গায় ভোটাররা রাত পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোট গ্রহণ পর্ব সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও শেষ হতে রাত হয়ে গেছে। ভোট গ্রহণ পর্ব শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এদিন চতুর্থ দফার ভোট হয় দেশের দশটি রাজ্যে। রাজ্যগুলি হল অন্ধ্রপ্রদেশ বিহার জম্মু এন্ড কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ ,মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা , তেলেঙ্গানা উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ। অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫ টি আসনে, বিহারে পাঁচটি আসনে জম্মু-কাশ্মীরে একটি আসনে, মধ্যপ্রদেশে আটটি আসনে, ঝাড়খণ্ডের চারটি আসনে, মহারাষ্ট্রে এগারো টি আসনে উড়িষ্যা চারটি আসনে , তেলেঙ্গানার ১৭ টি আসনে, উত্তরপ্রদেশে ১৩ টি আসনে, পশ্চিমবঙ্গে ৮টি আসনে , ভোট হয় সোমবার। কয়েকটি জায়গায় ইভিএম এর ত্রুটি দেখা দিলেও পরবর্তীকালে ঠিক হয়ে যায়। তবে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ছিল। ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেও ভোটাররা ভোট দান করেছেন। রাত আটটা প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৬৮ দশমিক ১২ শতাংশ, বিহারে ভোট পড়েছে ৫৫. ৯০ শতাংশ, জম্মু-কাশ্মীরে পড়েছে ৩৬.৫৮ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ভোট পড়েছে ৬৩.৩৭ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৬৮ দশমিক ছয় তিন শতাংশ মহারাষ্ট্রে ভোট পড়েছে ৫২.৭৫ শতাংশ, উড়িষ্যায় ভোট পড়েছে ৬৩.৮৫ শতাংশ তেলেঙ্গানায় ভোট পড়েছে ৬১.৩৯ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে ভোট করেছে ৫৭. ৮৮ শতাংশ পশ্চিমবাংলায় ভোট পড়েছে ৭৫.৯৪ শতাংশ।

বিহারের জনসভা থেকে বিরোধীদের কটাক্ষ

ইন্ডি জোটের নেতারা মুঙ্গেরিলালের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

পাটনা, ১৩ মে (হি.স.) ।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, সোমবার বিহারের হাজিপুর, মুজফফরপুর এবং সারনে আয়োজিত বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, আরজিডি-র জঙ্গলরাজ এবং কংগ্রেসের দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন এবং গত ১০ বছরে এনডিএ সরকারের কাজের উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি তুলে ধরেন। সবার প্রথমে মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি শ্রী পাটনা সাহেব গুরুদ্বারে প্রণাম ও প্রার্থনা করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী লঙ্গর পরিবেশন করেন এবং ভক্তদের সঙ্গে দেখা করেন। জনসভা চলাকালীন, বিহার বিধান পরিষদের সদস্য শ্রী শাহনওয়াজ হুসেন, লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) সভাপতি এবং হাজিপুর লোকসভার প্রার্থী শ্রী চিরাগ পাসওয়ান, জেলা সভাপতি ড় প্রেম সিং কুশওয়াহা, লালগঞ্জের বিধায়ক শ্রী সঞ্জয় কুমার সিং, মুজাফফরপুর লোকসভার প্রার্থী শ্রী রাজ ভূষণ চৌধুরী এবং বৈশালী লোকসভার প্রার্থী শ্রীমতি বীণা দেবী এবং সারান লোকসভার প্রার্থী শ্রী রাজীব প্রতাপ রুডি এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

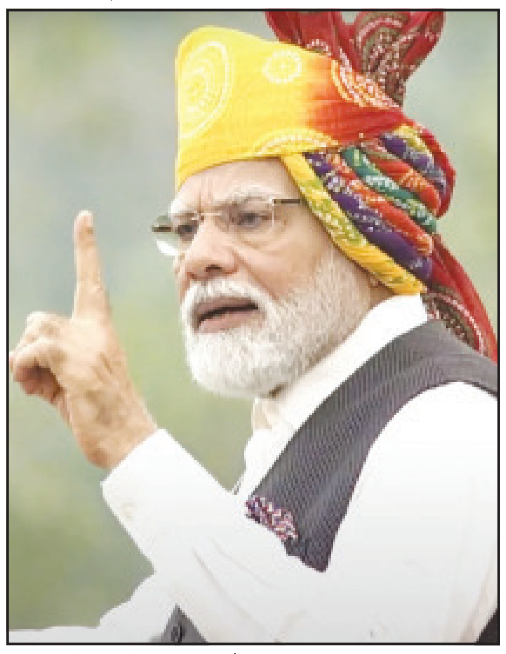

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি মহোৎসব এবং বিপুল সংখ্যায় ভোটদান এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। জনগণের প্রতিটি ভোট গণতন্ত্রের রত্ন। ভগবান শ্রী রামের পা হাজিপুরের মাটিতে পড়েছিল, তাই হাজিপুরের মাটিতে এসে মানুষের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। এটিই প্রথম লোকসভা নির্বাচন যা আমরা প্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের অনুপস্থিতিতে লড়ছি। রামবিলাস জি সামাজিক ন্যায়বিচারের একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন এবং হাজিপুরের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং উৎসর্গ সর্বদা স্মরণে থাকবে। এনডিএ হাজিপুর এবং রামবিলাস জির স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন সারা বিশ্ব ভারতের সুনামের পাশাপাশি গর্বিত। ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান অবতরণ করেছে এবং শিব-শক্তি বিন্দুতে তেরঙ্গা উত্তোলন করেছে। দেশের মানুষের স্বপ্নই আমার সংকল্প। মোদী ২৯৪৭ এর জন্য ২৪/৭ নিযুক্ত আছেন। দেশের মানুষ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা সততার সঙ্গে পালন করছি। কংগ্রেসের ৬০ বছরের শাসন কালের চেয়ে মাত্র ১০ বছরে বেশি উন্নয়ন করেছেন মোদী। ১০ বছরে, মোদী হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করেছেন, আধুনিক ট্রেন চালান এবং রেললাইন বসিয়েছেন। ৪ জুনের ফলাফলে, ফের একবার মোদী সরকার। এনডিএ-কে দেওয়া প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে শক্তিশালী মোদী সরকার গঠন করবে।

মাননীয় শ্রী মোদী বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের নামে লণ্ঠন ওয়ালারা বিহারকে অন্ধকার, দারিদ্রতা ও বঞ্চনার মধ্যে ঠেলে দিয়ে জঙ্গলরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। বিহারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাশক্তি আরজেডি ও কংগ্রেসের নেই। আরজেডির লোকজনেরা জনসাধারণকে লুটপাট করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে ব্যস্ত। আরজেডি নেতারা উন্নয়নের কাজ থেকে পালিয়ে যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সস্ত্রীক ভোট দিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। হায়দ্রাবাদে গিয়ে সস্ত্রীক ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

এদিন তিনি হায়দ্রাবাদের মালাকপেটের সেলিম নগর এলাকার অধীনে জিএইচএমসি কমিউনিটি হলের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন।

ছামনুর বিস্তীর্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। সরকারি উদাসীনতায় ছামনুর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলছে। বিজেপি বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখছে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ অভাবে অনটনে জর্জরিত, সেদিকে নজর নেই বিজেপির। সোমবার জনজাতি এলাকাগুলি পরিদর্শন করে এমনই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে বাম বিধায়কদের প্রতিনিধি দল পশ্চিম গোবিন্দবাড়ির থালছড়া, রাসমণি রোয়াজাপাড়া, ৩২ কিমি, খাকচাঙকামী ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন এদিন। কথা বলেন এলাকার জনগণের সঙ্গে। এলাকাগুলি পরিদর্শন করে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, এডিসি ভিলেজগুলি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। সরকার উদাসীন। তিনি বলেন, ছামনু ব্লকের পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি ভিলেজের রাসমণি পাড়া এলাকায় পরিদর্শনে জানা গেছে সেখানে ৭ মে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনো টিম এখানে এসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেনি, যাতে করে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি না পায়। এছাড়াও এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও এলাকাগুলিতে নেই রেগার কাজ। যার ফলে আর্থিক অভাবের সম্মুখীন এলাকার জনগণ। কাজ ও খাদ্যের অভাবে একপ্রকার এলাকাগুলির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজের খোঁজে তারা পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশে যাচ্ছেন। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ কাজ করে কিছু টাকা এনে সংসার প্রতিপালন করছেন। বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, এই সকল বিষয়ে রাজ্য সরকার উদাসীন। এই রাজ্যে থেকে তাদের কাজের জন্য অন্য দেশে যেতে হচ্ছে নিজের খবর জোগাতে। এর থেকে খারাপ কি হতে পারে। তিনি রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি জানিয়েছেন।

জনগণের টাকা আত্মসাৎ, গা ঢাকা পোস্ট অফিসের এমডির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। জনগণের ১৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ-র অভিযোগ উঠেছে পানিসাগর সাব পোস্ট অফিসের এমডি পূরবী নাথের বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, পোস্ট অফিসে কর্মরত পশ্চিম পানিসাগর সাব পোস্ট অফিসে কর্মরত পূরবী নাথ পোস্ট অফিসের গ্রাহকদের বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত গ্রাহকদের জমাকৃত টাকা জমা করেননি। জনগণের সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছেন তিনি। অনেক সংখ্যক গ্রাহকের পাসবুক পূররী নাথ নিজের কাছে রেখে দিতেন। আজ অনেক গ্রাহক তাদের পাসবুক নিতে পোস্ট অফিসে গেলে তাদের পাসবুক পাওয়া যায়নি। গ্রাহকরা নিজেদের টাকা থেকে বঞ্চিত হয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। এভাবে এক এক করে প্রতিদিন পোস্ট অফিসে আসা উইড্রেল থেকে বঞ্চিত গ্রাহকদের সংখ্যা বর্ধিত হলে এলাকা জুড়ে সুর গোল সৃষ্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উদ্বাস্তু পরিবারের দখল ঘিরে পানিসাগরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে ।। একদিকে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দখল নেওয়া ও অন্যদিকে উদ্বাস্তু ও প্রজাতিদের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরির প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে পানিসাগরের পেকিছড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ময়দানে নেমেছেন। কিন্তু তাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষা করা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বাড়ছে।

পানিসাগর পেকিছড়া এলাকায় বন দপ্তরের বনভূমিতে বসতবাড়ি করার জন্য হঠাৎ করে কাঞ্চনপুরে উদ্বাস্তু ৪০ পরিবার বাঙালি শনিবার সন্ধ্যা রাতে ফরেস্টের বনভূমি দখল করে, তাঁবুর ঘর তৈরি করেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পানিসাগর মহকুমা পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেন।

খবর পেয়ে বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরাও ঘটনাস্থলে এসে উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেন। তবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারেননি উনারা। শেষ পর্যন্ত রবিবার বিকালে পানিসাগর মহকুমা প্রশাসন উদ্বাস্তু পরিবারগুলির মধ্যে থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দলকে পানিসাগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ডাকেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা ক্রমেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

সাংবাদিকের মুখোমুখি উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পক্ষে এক মহিলা জানিয়েছেন ২০০০ সালে কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন জায়গায় বৈরী গোষ্ঠীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় অন্যের বাড়িতে ভাড়া নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতির শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত শনিবার সন্ধ্যা রাতে পানিসাগরের পেকিছড়া এলাকায় ফরেস্টের বনভূমি দখল করে বসতবাড়ি তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাবুর ঘর তৈরি করেছেন তারা। প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

একদিকে কাঞ্চনপুরের মনুমনপই রোডে বিগত ১ বছর ধরে আত্মসমর্পণকারী বৈর গোষ্ঠীদের দ্বারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ কান্ডে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। গত ১২ দিন যাবৎ নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যরা। আজ এরই প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করল হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও পরিবারের লোকজন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ১২ দিন আগে সিপাহীজলা জেলার মধুপুর থানা এলাকায় একটি ১৫ বছরের নাবালিকা মেয়েকে কমলা সাগর মিয়া পাড়া এলাকার এক যুবক বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে জোরপূর্বক গাড়িতে করে নিয়ে চম্পট দেয়। সেদিন রাত হয়ে গেলেও নাবালিকা মেয়েটি বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুয়োতে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের হাফলং ৪নং ওয়ার্ডে কুয়ো থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, কুয়োতে পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বৃদ্ধ নির্জন নাথের(৭০)।

সোমবার সকালে ধর্মনগর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে একটি খবর আসে যে নির্জন নাথ(৭০) এক বৃদ্ধকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশে একটি কুয়াতে বৃদ্ধ নির্জন নাথের দেহ পাওয়া যায়। সাথে সাথে ধর্মনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী, আটক স্বামী

অভিযুক্ত স্বামী অনুপ সাহাকে(৩২)

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ মে ।। সালিশী সভার মধ্যেই স্বামীর দায়ের কোপে আহত হয়েছেন স্ত্রী। ঘটনার বীভৎসতা দেখে ঘটনাস্থলেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন শ্বশুর। ব্যাপক চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার বিকেলে খোয়াই থানাধীন উত্তর দুর্গানগর গ্রামে।

ঘটনার কিছু সময়ের মধ্যেই খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আর অন্যদিকে দায়ের কোপে মারাত্মক জখম গৃহবধূ জয়া দাসকে(২০) খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তার অবস্থা আশঙ্কজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

জানা গেছে, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অনুপ তার স্ত্রীকে সন্দেহ করতো পরকীয়া নিয়ে। ইতিপূর্বেও বেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে কুপাতে দেখে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু মেয়ের বাবার, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। পরকীয়া সন্দেহের জেরে স্ত্রীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে স্বামী। রোমহর্ষক ওই ঘটনার সাক্ষী হয়েছে ত্রিপুরা। আজ ভোরে আর কে পুর থানাধীন উদয়পুর পুলিশ লাইন এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত সন্তান প্রসব ঘিরে উত্তেজনা হাসপাতাল চত্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মে।। মৃত সন্তান প্রসব নিয়ে তুলকামাল কান্ড কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কৈলাসহর পশ্চিম ছনতৈল এলাকার বাসিন্দা দীপক মালাকারের স্ত্রী মাম্পি মালাকার প্রসব ব্যথা নিয়ে শনিবার ভোররাতে এসে জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন।

তখন চিকিৎসকরা জানান মাম্পি মালাকারকে সিজার করতে হবে। বাচ্চা সুস্থ রয়েছে। তাই সোমবার সকালবেলা মাম্পি মালাকারকে সিজার করা হবে। ফের সোমবার সকালবেলা চিকিৎসকরা জানান, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান জন্মদান করতে পারবে মাম্পি মালাকার কেননা উনার প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে। এরপর যথারীতি স্বাভাবিকভাবেই সন্তান প্রসব করার পর দেখা যায় মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছে মাম্পি মালাকার।

এরপরই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন দীপক মালাকার এবং তার পরিবারের লোকেরা।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণে মৃত সন্তান প্রসব করেছে মাম্পি। এরপর ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে খরায় ক্ষতি সবজি চাষের জলসেচের পরিধি বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ মে ।। সাম্প্রতিক সময়ে গোটা রাজ্যজুড়ে তৈরি হওয়া খরাজনিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জায়গার কৃষকরা বিশেষ করে সবজি চাষীরা প্রচন্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। যার ফলে বর্তমানেও বাজারগুলোর মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সবজি একদিকে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় কম, ঠিক এর পাশাপাশি অগ্নি মূল্যে বিক্রি চলছে।

খোয়াই জেলার কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ জনপদ কৃষি নির্ভর। ঘিলাতলী, পূর্ব কল্যাণপুর, কমলনগর, বাগান বাজার, দক্ষিণ দুর্গাপুর ইত্যাদি বিস্তীর্ণ এলাকা একটা বিরাট অংশের মানুষ কৃষি এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল।

স্বাভাবিকভাবেই সাম্প্রতিক খরা সংশ্লিষ্ট এলাকা সমূহের সবজি চাষীদের জন্য ব্যাপক সমস্যা যে তৈরি করেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এরকমই ঘিলাতলির এক কৃষক পরিবারে যুবক বিজয় দেবনাথ জানান, অন্যান্য বছরের মত এবছরও তারা বহু আশা করে এবং ধার দেনা করেই সবজি চাষ করেছিলেন। তবে একদিকে প্রচন্ড খরা আরেকদিকে অনিয়মিত জলসেচ, এই দুই এর সন্ধিক্ষণে এবার শুধু তারা না, তাদের মতো বহু প্রান্তিক এবং বর্গা চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

কথা প্রসঙ্গে বিজয় জানিয়েছেন অন্যান্য বারের মতো এবারও সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকেরা নিজেদের উদ্যোগেই কাঁকরোল, পটল, কাঁচামরিচ, ঝিঙ্গে ,বেগুন ইত্যাদি চাষ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই দুর্মূল্যের বাজারে সবজি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী কাঞ্চনপুরের বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৩ মে ।। মৎস্য চাষ করে স্বাবলম্বী কাঞ্চনপুর মহকুমা অন্তর্গত সুভাষনগর গ্রামের যুবক বিপ্লব দাস, সে অন্যান্য বেকার যুবকদের আহ্বান জানায় মৎস্য চাষ করার জন্য।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা অন্তর্গত সুভাষনগর গ্রামে মৎস্য চাষ করে স্বাবলম্বী বিপ্লব দাস। বিপ্লবের পাঁচ কানি জায়গা রয়েছে এবং একটি ছোট পুকুর ছিল, সে কৃষি কাজের পাশাপাশি ছোট্ট পুকুরে মাছ চাষ করত, কিন্তু তাতে সে সেরকম সফল হয়নি। কাঞ্চনপুর মৎস্য দপ্তরে বিপ্লব

যোগাযোগ করে সেখানে কিছুদিন মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং মৎস্য দপ্তর থেকে একটি স্কিমের মাধ্যমে সে এক কানি জায়গার মধ্যে একটি পুকুর খনন করে ২০২১- ২২ অর্থবছরে। বছরের শেষ দিকে সে ঐ পুকুর থেকে ৮ কুইন্টাল মাছ বিক্রি করতে সক্ষম হয়, এর পাশাপাশি সে আরও তিনটি পুকুরে মৎস্যচাষ শুরু করে। সে জানিয়েছে মৎস্য উৎপাদন করে সে সাবলম্বী হয়েছে বর্তমানে তার মা বাবা ভাই বোনদের নিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করছে।

বিপ্লব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২১১ ▫ ১৪ মে ২০২৪ ইং ▫ ৩১ বৈশাখ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আকুতি-মিনতি মালদ্বীপের

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারত সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য পরিবার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এবং ভারতীয় পর্যটকরা মালদ্বীপে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফলশ্রুতিতে মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে। কেননা পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া মালদ্বীপের অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় পর্যটকরাই মালদ্বীপের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিয়াছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতির ঘটিবার ফলে ভারতীয় পর্যটকরা মালদ্বীপ সফর বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মালদ্বীপের ভাতের হাঁড়ি চড়িতেছে না! ফের ভারতের কাছে আকুতি-মিনতি মালদ্বীপের, 'প্লিজ আসুন'। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে সম্প্রতি ভারত-মলদ্বীপ সম্পর্কে ভাটা দেখা দিয়াছে। যাহার পুরোপুরি প্রভাব পড়িয়াছে মালদ্বীপের পর্যটন শিল্পে। বেশিরভাগ ভারতীয় পর্যটক বর্তমানে বয়কট করিয়াছে মলদ্বীপকে। সেই কারণেই ভারতের এই প্রতিবেশী দেশ ধাক্কা খাইতেছে বারবার। বর্তমানে কেমন অবস্থা মালদ্বীপের? মালদ্বীপের মন্ত্রী অবশেষে অনুরোধ করিল ভারতীয়দের কাছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয়রা যাহাতে পর্যটক হিসাবে মালদ্বীপে যায়। সেই আর্জিই জানাইয়াছেন মলদ্বীপের পর্যটন মন্ত্রী ইব্রাহিম ফয়জল। শক্তিশালী দেশ ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাওয়া ক্ষতি ডাকিয়া আনিল মালদ্বীপের জন্য।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে সম্প্রতি ভারত-মলদ্বীপ সম্পর্কে ভাটা দেখা দিয়াছে। যার পুরোপুরি প্রভাব পড়ড়িয়াছে মালদ্বীপের পর্যটন শিল্পে। বেশিরভাগ ভারতীয় পর্যটক বর্তমানে বয়কট করিয়াছে মলদ্বীপকে।

সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে মলদ্বীপে যাওয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে ভারতীয় পর্যটকেরা। আগের থেকে পর্যটক সংখ্যা অনেকটাই কমিয়া আসিয়াছে এই দেশে। এই তিক্ত সম্পর্ক ক্ষতি ডাকিয়া আনিয়াছে মালদ্বীপের অর্থনীতিতে। খারাপ সম্পর্কের কারণে যে ক্ষতি হইয়াছে মালদ্বীপের তাহা সহজেই কাটাইয়া উঠিতে চাইছে তাহারা। দেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের ওপর জোর দিয়াছেন তিনি।তিনি এই বিষয়ে বক্তব্য রাখিয়াছেন যে, পুরনো যাবতীয় ঘটনা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাইছে। তাহারা সবসময় শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখিতে চাহিয়াছে। বর্তমানে এখানকার মানুষ এবং সরকারও ভারতীয়দের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাইবে।ইব্রাহিম ফয়জল এই বিষয়ে আরো বলিয়াছেন যে, তিনি ওই দেশের পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে ভারতীয়দের ওই দেশে পর্যটক হিসাবে স্বাগত জানাইতে চান। দয়া করিয়া ভারতীয় পর্যটকরা মালদ্বীপে আসুন। এই দেশের অর্থনীতি নির্ভর করিতেছে পর্যটন শিল্পের ওপর। মলদ্বীপের তিন নেতা ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। তারপর থেকেই ভারতীয়রা মালদ্বীপ সম্পর্কে বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে থাকে। এই ঘটনার পর থেকেই অনেক সেলিব্রিটি সহ লক্ষাধিক ভারতীয় মলদ্বীপে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেন। ভারত মালদ্বীপ সম্পর্কে অবস্থানে অনর থাকিলে মালদ্বীপের পর্যটন শিল্প যে নড়বড়ে হইয়া যাইবে তাহা তাহাদের কথাবার্তায় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সেই কারণেই মালদ্বীপ সরকার ভারতের কাছে পুনরায় আর্জি জানাইয়াছে যাহাতে ভারত সরকার এবং ভারতীয় পর্যটকরা তাহাদের মান-অভিমান ভুলিয়া পুনরায় মালদ্বীপ সফর করেন এবং মালদ্বীপের পর্যটন শিল্পকে সচল রাখিতে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন।

ফোন এলেও অভিযোগ দায়ের হয়নি এখনও, স্বাতী মালিওয়ালের হেনস্থা প্রসঙ্গে ডিসিপি মীনা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.): খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্থার অভিযোগে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। সোমবার হেনস্থার অভিযোগ জানিয়ে ফোন যায় দিল্লি পুলিশের কাছে। এপ্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (উত্তর) মনোজ মীনা বলেছেন, আমরা সকাল সাড়ে নটা নাগাদ একটি ফোন পাই, ফোনের ওপারে থাকা মহিলা জানান যে তাকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের ভিতরে হেনস্থা করা হয়েছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছি। স্বাতী মালিওয়াল থানায় এসেছিলেন, যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ কম পড়েনি।

জানা গেছে, নিজেকে স্বাতী দাবি করে সোমবার সকালে এই ফোন করা হয়েছিল দিল্লি পুলিশের কন্টোলরুমে। ফোনের ওপারে থাকা মহিলা জানান, তিনি স্বাতী মালিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ্ত সহায়ক বিভব কুমার তাঁকে মারধর করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে। এর কিছুক্ষণ পর আরও একটি ফোন আসে পুলিশের কাছে যেখানে বলা হয়, আপ্ত সহায়কের মারধরের পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর হাত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। সূত্রের খবর, পুলিশ যখন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বাসভবনে পৌঁছায় তখন মালিওয়াল সেখানে ছিলেন না। যদিও এই ফোনের বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্বাতী নিজে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগামী মরসুমে রদ্রিগেজকে বার্সেলোনার জার্সিতে খেলতে চলেছেন

বার্সিলোনা, ১৩ মে (হি.স.): নতুন মরসুম শুরুর আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার খুঁজছে বার্সেলোনা। সে লক্ষ্যে কাতালান জায়ান্টরা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার গুইডো রদ্রিগেজকে আসন্ন দলবদলে ক্যাম্প ন্যুয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

দিন দুয়েক আগে রিয়াল বেতিসে খেলা গুইডো রদ্রিগেজ বার্সেলোনার সঙ্গে আগাম চুক্তি সেরে ফেলেছেন। ৩০ বছর বয়সী এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জুলাইয়েই বার্সেলোনায় যোগ দেবেন।

ভোটযন্ত্রে কারচুপির অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে (হি.স.): "তৃণমূলে ভোট দিলে ভোট যাচ্ছে বিজেপির পকেটে"। সোমবার বনগাঁর সভা থেকে এই অভিযোগ করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় দফা ভোটের আগে ভোটদানের হারে প্রাথমিক তথ্যের সঙ্গে চূড়ান্ত তথ্যের হেরফের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১৯ লক্ষ ভোটযন্ত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি, আক্রমণ করতে ছাড়েননি নির্বাচন কমিশনকেও। এবার তাঁর সরাসরি অভিযোগ, চাপড়ায় তৃণমূলে ভোট দিলে ভোট যাচ্ছে বিজেপির পকেটে।

তিনি বললেন, ''ভোট দিতে গিয়ে দেখছে মারছে তৃণমূলে, পড়েছে বিজেপিতে, চাপড়াতে আমরা হাতেনাতে ধরেছি"। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপির তরফে কারও কারও হাতে টাকাও দেওয়া হয়েছে

নজরুলের সহধর্মিনীঃ এক মহীয়সী নারীর গল্প

প্রদীপকুমার পাল

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার সৃজিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।' নজরুলের এই কালজয়ী লেখার জ্বলন্ত উদাহরণ নজরুল নিজেই। আমরা জানি প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে একজন নারী থাকে। তাই এখানে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রমীলা না থাকলে নজরুল কত বড় হতেন তা হলফ করে বলা যায় না। কুমিল্লা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। ত্রিপুরা রাজ্যের নায়ের বসন্তকুমার সেনগুপ্তের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন গিরিবালা দেবী। তাঁদম্বরে একমাত্র সন্তান প্রমীলা সেনগুপ্ত। সন্তান ভূমিষ্ঠের অল্পদিনের মধ্যে স্বামী মারা গেলে গিরিবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে দেবর ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের কান্দিরপাড়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রমীলার ডাকনাম ছিল দোলনা দেবী। কাছের মানুষরা ডাকতেন 'দোলন' আর কেউ ডাকতেন 'দুলী' নামে। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন গৃহকর্তা। তাঁর পরিবারে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কোনও ঠাঁই ছিল না। তাই পরবর্তীকালে নজরুলও এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। এইরকম একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল প্রমীলার উপর সদর্থক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন গিরিবালা দেবী। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন।

প্রমীলা খুব ভালো গান গাইতেন। তাঁর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে সকলেই মুগ্ধ হতো নজরুলের ৩৯ দিন ব্যাপী যে বিখ্যাত অনুশন, তত্রা তিনি ভেঙেছিলেন। শ্রীযুক্তত্রা বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোদে। থাঁকে নজরুল মা বলে ডাকতেন। তিনি ছিলেন ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের স্ত্রী, যাঁর বাড়িনেত আশ্রয় গ্রহণ করেছেন গিরিবালা দেবী মেএয় প্রমীলাকে নিয়ে। অর্থাৎ তাঁরা সবাই এক বাড়িতেই তাকতেন। বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে নজরুলের মাতৃসুলভ ঘনিষ্ঠতার কারণেই প্রমীলা সেনগুপ্তর সঙ্গে পরিচয় হয়।

বিরজাদেবী কবিতা লিখতেন। ১৩ মাঘ, শনিবার, ১৩২৯ সালে দূমকেতু পতি'রায় বিরজাসুন্দরী দেবীর লেখা মায়ের আশীর্ষ -২ 'শ্রীমান কাজ নজরুল ইসলামের প্রতি' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ঃ-

'এরে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে
আমার এ বেদন ভরা বুকের মাঝে
জাগিয়ে দিলি নূতন ব্যথা
'মা' 'মা' বলে কাছে এসে
আবার কবে কইবি কথা?

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থটি বিরজাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গ করেছেন একটি কবিতার মাধওমে-

'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে
সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার।
তুমি কোনোদিন কারো করনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যাথা-বারিধির
কুলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী। যেন কোন্ পথ-ভুলে আশা
ভিন গাঁর বীরু মেয়ে! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, এ আমি কোথায়?

নজরুলের প্রথম বিয়েতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

দৌলতপুরে আলী আকবর খানের ভাগ্নী সৈয়াদা খাতুন নজরুল যার নামে দিয়েছেন 'নার্গিস'। তার সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর ভেঙে পড়েছিলেন নজরুল। এরপর কুমিল্লায় নজরুলের ঠিকানা পরিবর্তন হলো, দৌলতপুর থেকে কান্দিরপাড়। নজরুল উঠেছিলেন বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে। বিরজাসুন্দরী দেবী এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠজনদের সহায়তায় সামলে উঠেছিলেন তিনি। আবার কুমিল্লায় আসেন। এই সময় তিনি ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র বীরেন সেনগুপ্তের বাড়িতে ওঠেন। বীরেন সেনগুপ্ত তখন কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এই সময় প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের আবার দেখা হয়। প্রায় এখ মাসের বেশি নজরুল এই বাড়িতে ছিলেন। এই সময়ই নজরুল আর প্রমীলার মধ্যে প্রণয় গড়ে ওঠে।

তখন রথযাত্রা দেখতে নজরুল আর মুজফ্ফর আহমেদ একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, সেই গাড়িতে নজরুলদের সঙ্গে প্রমীলা সেনগুপ্তও ছিলেন।

নজরুল সামলে উঠতে না উঠতেই প্রেমে পড়লেন সদ্য কিশোরোত্তীর্ণ প্রমীলার।

পারিবারিকভাবে প্রমীলা ছিলেন সংস্কৃতিমনা। আর সংস্কৃতির প্রতি নজরুল যে চিরনিবেদিতপ্রাণ তা বলাই বাহুল্য।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নজরুল কলকাতায় তাঁর ৩/৪ সি তালতলার বাসায় আসেন। এপর তিনি আবার কুমিল্লায় যান ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এবারও তিনি কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে বীরেন্দ্র সেনগুপ্তের বাড়িতে ওঠেন। এই সময় তিনি প্রায় ৪ মাস কান্দিরপাড়ে ছিলেন। নজরুল ইসলামের ২৩ তম জন্মদিন (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ২৫ মে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে) পালিত হয়েছিল কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন জানিয়েছেন,নজরুল থাঁর প্রিয়তমার 'দোলন' নামটি স্মরণীয় করে রাখতে নিজের কত্রাব্যগ্রন্থের নাম রেখেছেন 'দোলন-চাঁপা'। নজরুলের বিখ্যাত 'খুকি ও কাঠবিড়ালী' কবিতায় প্রমীলা সেনগুপ্তকে বলা হয়েছে 'রাঙা দিদি'। নজরুলের ঘনিষ্ঠজন সুফী জুলফিকার হায়দার কবিপত্নীকে ডাকতেন 'রাঙা ভাবী'। কবি খান মুহাম্ম মঈনুদ্দিন ডাকতেন 'ভাবী সাহেবা'।

নজরুল মুসলমান এবং প্রমীলা হিন্দু। সময়টা ১৯২২-২৪, সামাজিক বাধাবিপত্ত অস্বাভাবিক নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল মুসলমান সমাজ থেকে সেরকম কোনো বত্রাধা আসেনি, এসেছে হিন্দু সমাজ থেকে সামাজিক বাধার কারণেই বিরজাসুন্দরী দেবী রাজি ছিলেন না এই সম্পর্কের বথ্যাপারে। কারণ, তার দুটি মেয়ে ছিল, পাছে তাদের বিয়েতে কোনো সমস্যা হয এই ভয় ছিল তার মনে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার 'অপরাধে' নজরুলকে কুমিল্ল থেকে ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তাঁর এক বছরের সশ্রম কারদাণ্ড হয়। ১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুল জেল থেকে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পাওয়ার পরদিনই তিনি কুমিল্লায় চলে যান। এই কারণে তাঁর নিকটজনেরা মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন লিখেছেনঃ 'একদিন কাগজে বের হলো, তিনি জেল থেকে মুক্তি হয়েছেন। (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩) আমার প্রতীক্ষা করছিলাম, ছিলাম অধীর প্রতীক্ষায়। তাঁকে হৈ হৈ করে স্টেশন থেকে নিয়ে আসব-অ্যালবার্ট হলে সভা থেকে বহু পোষাকী বক্তৃতা করে স্তুতি-গান করব, সত্য-মিথ্যা বিশেষরে তাঁকে বিশেষিত করে বাঙলাদেশকে তাক লাগিয়ে দেব। কত কল্পনা-জল্পনা মাথার ভেতরে গিস্‌গিস্ করছে।

'মুসলিম জগতের তৎকালীন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাথে এ আলোচনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। কিন্তু কোথায় নজরুল? বহরমপুর জেলে নজরুল নেই। সারা কোলকাতায় নজরুল নেই হুগলিতে নজরুল নেই। কোথায় তিনি? তাঁর অগণিত ভকক্তবৃন্দকে একেবারে পথে বসিএয় তিনি সরে পড়েছেন কুমিল্লার এক নিভৃত পল্লীতেক।

জেল থেকে বের হয়ে চতুর্থবারের মতো কুমিল্লায় গিয়ে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক বাদার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নজরুলকে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সুলতান মাহমুদ জানিয়েছেন- 'এখন যেখানে কুমিল্লার বিমান ঘাঁটি, তখন সেখানে সুধু ধান্য ফসলের জমিন ছিল। সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে একদি কবি ও আমি ওই মাঠের এক জমির আইলে বসি..। আমরা বেড়িয়ে ফিরে আসবার সময় আমি তাঁক জানালাম যে 'কান্দিরপাড়বাসী ছেলেরা কিন্তু আপনার দুলীর সঙ্গে মেশা আদৌ পছন্দ করে না, আপনি সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

দু'একদিন পর আমি বীরেন সেনের বাসায় গিয়ে দেখি 'নজরুল-দুলীর' প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক বাসাতেই নানারকম বিশ্রী আলোচনা চলছে। অবস্থা এতখানি গড়িয়েছে যে নজরুল যে কোনও সময় অপমানিত হতে পারে। পাড়ার ছেলেরা তাঁর পেছনে লেগেছে। সঙ্গে কিছু মুরুব্বি ধরনের লোকও ছেলেদের তাল দিচ্ছে। কতেক গুণ্ডা শ্রেণির লোক পাড়ায় ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু ফক্কড় শ্রেণির ছেলে জামার আস্তিনের মধ্যে লক্কড়খণ্ড নিয়ে টহল দিচ্ছে বড় রাস্তায়। কবি বললেন, যে তিনি শীঘ্রই কুমিল্লা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

নজরুল কলকাতায় যাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যে গিরিবালা দেবী মেয়েকে নিয়ে কুমিল্লা ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেলেন। বিয়ের অনুষ্ঠান তখনও বাকি। নজরুলের অভিভাবক বলতে কেউ নেই আছেন শুধু মিসেস এর রহমান। শুধু নজরুল নয়, নজরুলের ঘনিষ্ঠজনরাও গিরিবালা দেবীকে মা জাকতেন। তিনিই বিয়ের সমস্ত খরচ বহন করেন। এই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন মাত্র আটজন। বর-কাজী নজরুল ইসলাম, কনে-প্রমীলা সেনগুপ্ত, কাজী-মত্তলবী মঈন-উদ্দীন হোসায়ন, উকিল-আবদুস সালাম, সাক্ষী খান মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, কনেপক্ষে গিরিবালা দেবী, বরপক্ষে মিসেস এম রহমান।

প্রমীলা সেনগুপ্তের বিষেয় পর নাম দেওয়া হয় আশালতা। বিবাহিত জীবনে সব জায়গাতেই তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন 'প্রমীলা নজরুল ইসলাম' নামে। সওগাত পত্রিকার (ভাদ্র ১৩৩৬) সংখ্যায় একটি কবিতা লিখেছেন 'শাঙ্কিত' নামে, সেখানে নিজর নাম দিয়েছিল মিসেস্ কাজী নজরুল ইসলাম'। শুধুমাত্র বাল্যজীবনেই নয়, বিবাহ পরবর্তীতে প্রমীলা দেবী তাঁর সাহিত্য চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর লেখা কবিতা দ্বি-মাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় ১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিই 'সওগাত' পত্রিকার মহিলা সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। ছেলে এবং মেয়ের দু'জনের ধর্ম আলাদা, ফলে মুসলিম বা হিন্দু কোনো ধর্মমতেই বিয়ে সিদ্ধ হবে না। অগত্যা ১৮৭২ সালের ৩ স্বর সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী কনেকে 'আহলে কিতাব' পরিচয়ে, ১০০০ টাকা দেনমোহর ধার্য করে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই ঐতিহাসিক বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতার হাজী লেনের ৬ নং বাড়িতে। তখন রমজান মাস ছিল, ২০ রমজান ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার। বিষের পরেও সমাজ তা মেনে নেয়নি। হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার কারণে ব্রাহ্মণরা খেপে গিয়েছিল নজরুলের ওপর। মুজফ্ফর আহম্মদ লিখেছেন-'প্রমীলা সেনগুপ্তাকে বিয়ে করেছিলে বলে ব্রাহ্মণরা নজরুলের ওফর বড় বেশি চটে গিয়েছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' ব্রাহ্ম মালিকানা-বিশিষ্ট 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিসে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার 'জনক' ছিলেন 'প্রবাসী'র তখনকার পরিচালক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালের ২৪ (মূলত ২৫ এপ্রিল তারিখে নজরুলের বিয়ে হয়েছিল আর জুলাই মাসে বার হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'। দিনক্ষণ বিচার করেই মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং প্রবাসীতেও লেখা আরম্ভ করেছিলেন।

চারিদিকে সমালোচনা ও কুৎসা রটানো চলছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্যক্তি আক্রমণও করেছিল অনেকেই। নজরুল ও প্রমীলা এসব ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। আর এজন্যই সামাজিক সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে দু'জনের প্রেম গড়িয়েছে প্রণয়ে, প্রণয় দীর্ঘায়িত হয়েছে আমৃত্যু। প্রমীলাকে বিয়ে করা নিয়ে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানদের অনেকের কাছে নজরুল বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই অবস্থায় কলকাতায় থাকাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নজরুল মে মাসের শেষে (আষাঢ় মাস), কলকাতা ছেড়ে হুগলিতে চলে এসেছিলেন। এই সময় প্রমীলার মা গিরিবালা ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। হুগলিতে গিয়ে নজরুলের দুর্ভোগ কাটেনি। এ প্রসঙ্গে নাসিরউদ্দীন তাঁর 'সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন-'হুগলিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দেন।

রামেশ্বরমে চুনাপাথরের ভূখণ্ড কি সত্যিই রামসেতু? আজও মেলেনি উত্তর

বিশ্বদীপ দে।। রামসেতু। অথবা অ্যাডামস ব্রিজ। কিংবা সেতু বাঁধ। কেউ আবার বলেন নল সেতু। রামায়ণের কাহিনির এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দেখা মেলে এই সেতুর। যে সেতু পেরিয়ে রাম-লক্ষ্মণের নেতৃত্বে বানরসেনা লঙ্কায় পৌঁছেছিল। পৌরাণিক এই সেতু নাকি সতিই ভারতে রয়েছে। ভারত মহাসাগরে ভাসমান এই সেতু তামিলনাড়ুর পামবান দ্বীপ (যা পরিচিত রামেশ্বরম দ্বীপ নামেও) ও শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপকে যুক্ত করে। যদিও আজ তা অবস্থান করছে সমুদ্রের তলদেশে। কিন্তু সতি কি ওই সেতুই রামায়ণে বর্ণিত রামসেতু? নাকি প্রাকৃতিক খেয়ালে তৈরি হওয়া সেতুর আকারের ভূখণ্ড? এই নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের।

সীতাকে ফিরিয়ে আনতে লঙ্কায় প্রবেশের লক্ষ্যে এগিয়েই সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারের সম্মুখীন হন রামচন্দ্র। সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়ার উপায় না পেয়ে তির ছুঁড়তে প্রবৃত্ত হলেন তিনি। পরে সমুদ্রের পরামর্শেই নল শুরু করেন রামসেতু নির্মাণ। সেই সেতু নির্মাণে ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালীও অংশ নিয়েছিল। রাজশেখর বসুর 'বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ' গ্রন্থে সেই বর্ণনা এরকম- 'নল সেতুরচনা আরম্ভ করলেন। এই শতযোজন দীর্ঘ দশযোজন বিস্তৃত নলকৃত সেতু অম্বরস্থ ছায়াপথের ন্যায় শোভা পেতে লাগল। দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ মহর্ষি প্রভৃতি নলের অদ্ভুত কীর্তি দেখবার জন্য আকাশে উঠলেন। সমুদ্রের উপর সীমান্তরেখার ন্যায় শোভমান এই সেতুপথে সহস্র কোটি বানর লাফাতে লাফাতে সগর্জনে পার হতে লাগল।' পড়তে পড়তে সতিই বিস্ময় জাগে। শিগগিরি মুক্তি পেতে চলা 'আদিপুরুষ' ছবির ট্রেলারেও সেই দৃশ্য দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন অনেকে।

কিন্তু এ তো মহাকাব্যের দৃশ্য। রামনাম লেখা পাথর সাজিয়ে তৈরি পৌরাণিক সেই সেতুই কি ভারত মহাসাগরের তলদেশে থাকা চুনাপাথরের সেতুটি? যা জুড়ে দিয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে (রামায়ণে সেটাই রাবণের লঙ্কা) এই নিয়ে দ্বন্দ্ব বহুদিনের। কিন্তু বিজেপি শাসিত ভারতে সেই বিবাদ নতুন মাত্রা পেয়েছে। হালফিলে অক্ষয় কুমার তো 'রামসেতু' নামে ছবিই বানিয়ে ফেলেছিলেন। সেই ছবিতে গল্পের গরু গাছে ওঠা নিয়ে যতই কথা হোক, রামসেতু বিতর্ক যে এরপর নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছিল তা বলাই যায়।

গত বছরের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান এবং মহাকাশ গবেষণা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ অবশ্য পরিষ্কারই বলেছিলেন, রামসেতু সম্পর্কিত 'পরোক্ষ' প্রমাণ মিললেও ওই সেতুই যে রামায়ণে বর্ণিত সেতু, তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। অবশ্য তিনি 'প্রত্যক্ষ' প্রমাণের কথাও বলেছিলেন। রেডিও কার্বন পরীক্ষা বলছে, ওই ভূখণ্ডের বয়স ৭ হাজার থেকে ১৮ হাজার বছরের মধ্যে। রামায়ণের সময়কাল ধরা হয় মোটামুটি ৫ হাজার বছর আগে। সেই হিসেবে এই দুই সময়কাল মিলে যেতেই পারে। কিন্তু এসবই দূরবর্তী হিসেব, এই সেতু যে মানুষের তৈরি তেমন স্পষ্ট প্রমাণ কিন্তু এখনও মেলেনি। তাই পুরাণ ও ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটেনি আজও।

বলা হয়, পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত নাকি এই সেতু পায়ে হেঁটেই পার করা যেত। পরবর্তী সময়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পনা করে বড় বড় জাহাজ চলাচলের পথ তৈরি করতে পক প্রণালীর এই অংশে ড্রেজিং শুরু করার। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে কম সময়ে জাহাজ চলাচলের জন্যই ওই পরিকল্পনা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে ফের মাথাচাড়া দেয় সেই প্ল্যান। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'সেতুসমুদ্রম'। কিন্তু আজও তা করে ওঠা যায়নি।

ইউপিএ সরকারের আমলে এই প্রকল্পে বাধা দিয়েছিল পদ্ম শিবির। বিজেপির দাবি ছিল, এভাবে ড্রেজিং করতে গিয়ে রামসেতুর ক্ষতি করা যাবে না। বিষয়টা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু জট কাটেনি। ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে স্বাভাবিক ভাবেই আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল দাবি করেন, প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি কতটা উন্নত ছিল তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রামসেতু। এমন দাবি বিজেপি নেতারা বারবারই করেছেন।

বছর কয়েক আগেই রামসেতুর বয়স নির্মাণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় মোদি সরকারের উৎসাহে। ফলাফলের কথা আগেই বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র দাবিও করেছেন, একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনেই ওই অংশের চুনাপাথরের কাঠামোটি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা যে একটা সেতু, এমনটা বলা কঠিন, সেই ইঙ্গিতও তাঁর কথাতেই রয়েছে। এমনই নানা দ্বন্দ্ব জড়িয়ে রেখেছে রামসেতুকে। সতিই এই চুনাপাথরের কাঠামো একটা প্রাকৃতিক খেয়াল? নাকি তা সুদূর অতীতের বুকে রামচন্দ্র ও তাঁর বানরসেনার কীর্তি? উত্তর মেলে নাই। তবু সেই কুয়াশামাখা প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ আজও চলছে। কোনও একদিন তা মিলে যাবে হয়তো। আপাতত সমুদ্রের গভীরে থাকা বিস্ময়কে ঘিরে নিত্যনতুন দাবির ঢেউ। রামেশ্বরম ও মান্নার দ্বীপকে জুড়ে থাকা ভূখণ্ড কি জুড়ে দেবে ইতিহাস ও পুরাণকে? সেই সেতুর শরীর আজও কেবল ধোঁয়ায় ঢাকা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উন্নত সুরক্ষার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিকাঠামোর অবিরত পর্যবেক্ষণ

মালিগাঁও, ১৩ মে, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেল যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তোলার জন্য অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরিভাবে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। চালক ও অপারেটরদের চাক্ষুষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজেদের জোনের মধ্যে ২৪টি স্টেশনে ক্ল্যাম্প টাইপ লকিং সহ থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষতা ও সুরক্ষা আরও বৃদ্ধির জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপগ্রেডেশন ও প্রতিস্থাপন করেছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বাগরাকোট ও সেবক সেকশনের মধ্যে ইন্টারমেডিয়েট ব্লক সিগনালিং চালু করেছে, যা সেকশনটির পরিচালনগত ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং এর ফলে অনেক বেশি ট্রেন চলাচল করতে পারবে। কাটিহার ডিভিশনের পাওয়াখালি স্টেশনে ইলেক্ট্রনিকভাবে বিভিন্ন সুরক্ষা উপকরণের পরিচালন নিরীক্ষনের জন্য ডেটা লগার স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে রঙিয়া ডিভিশনের ছয়টি লেভেল ক্রসিং গেটে ইলেকট্রিক লিফিং ব্যারিয়ার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া ও কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ১৪.৭১৫ কিমি সিগনালিং কেবল নতুন করে স্থাপন করা হয়েছে। রেলওয়ে সম্পত্তির কোনও ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে ১০টি স্থানে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৩২টি লেভেল ক্রসিং গেটে সিস্টেম ইন্টেগ্রিটি টেস্টিং করা হয়েছে। সুরক্ষা উপকরনগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে মোট ৯১৬টি বিভিন্ন ক্ষমতার সিগনালিং ব্যাটারিও পরিবর্তন করা হয়েছে।

রেলওয়ে সিস্টেমে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের ফলে ট্রেনগুলির নিরাপদ পরিচালনা নিশ্চিত করেছে, এবং এগুলির বিশ্বস্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণ রেলওয়ের পরিচালন ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের সমস্ত গ্রাহকদের জন্য এক উচ্চমানের সময়ানুবর্তিতা ও নিরাপদ রেলওয়ে অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর টোপ দিয়ে ভোটপ্রার্থনা মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে (হি.স.): একুশের বিধানসভা ভোটের আগে বলেছিলেন, জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করবেন, করেওছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বলে বনগাঁর মানুষের কাছে সোমবার নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে ভোট চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে বিজেপি-কে তাঁর হুঁশিয়ারি, ”লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে হাত দিতে এলে, কী করতে হয় জানা আছে”। সভার শুরু থেকেই সন্দেশখালি ইস্যুতে সরব হলেন তিনি। বললেন, ”মা-বোনেদের সম্মান চলে গেলে, আর ফিরে আসে না”।

বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে তুললেন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে টাকা তোলা হয়েছে বলে শান্তনুকে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, ”এখানে যিনি প্রার্থী, সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলেন। কী করেছেন? দর্শকাসন থেকে সমস্বরে জবাব কিছু করেননি। শুনে মমতা বললেন, “না করেছে। আমরা ধরে ফেলেছি। নাগরিকত্ব দেব বলে কিছু কিছু জায়গায় টাকা তুলেছে।” আর নাগরিকত্ব দেব বলে কোথাও কোথাও টাকাও তুলেছেন।

মমতা বলেন, কালকেও মোদী বলে গেছেন ক্যা (সিএএ) আমি করব। মতুয়াদের অধিকার গায়ের জোরে কেড়ে নিতে দেব না। আপনাদের সংরক্ষণ কেউ আটকাতে পারবে না। আমার জিন্দা লাশের ওপর দিয়ে মোদীকে পেরোতে হবে। ” মমতা বলেন, “মতুয়াদের প্রতি যদি মোদীর এত ভালবাসা, তবে তাঁদের নিঃশর্তে অধিকার দিচ্ছেন না কেন মোদী? ফর্ম ফিল আপ করতে বলছেন না কেন? এমনিই দিয়ে দিন। করবে না। আপনারা বরং এক কাজ করুন। এখানকার যে বিজেপি প্রার্থী তাঁকে বলুন আবেদন করতে, ফর্ম ফিল আপ করতে। দেখবেন করবে না। কেন করেনি? তার কারণ তিনি বিদেশি হয়ে যাবেন। কেউ করেনি। আসলে এটা একটা চক্রান্ত।” বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের কেন্দ্র বনগাঁয় তৃণমূল প্রার্থী করেছে বিশ্বজিৎ দাসকে। তাঁর হয়ে এদিন প্রচারে আসেন তৃণমূলনেত্রী।

কেজরিওয়ালের বাসভবনে হেনস্থা স্বাতী মালিওয়ালকে, দিল্লি পুলিশকে ফোন

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি. স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়িতে আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্থার অভিযোগ। সোমবার এমনই অভিযোগ জানিয়ে দু’বার ফোন যায় দিল্লি পুলিশের কাছে। পুলিশের দাবি, নিজেকে স্বাতী দাবি করে সোমবার সকালে এই ফোন করা হয়েছিল দিল্লি পুলিশের কন্টোলরুমে। ফোনের ওপারে থাকা মহিলা জানান, তিনি স্বাতী মালিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ্ত সহায়ক বিভব কুমার তাঁকে মারধর করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে। এর কিছুক্ষণ পর আরও একটি ফোন আসে পুলিশের কাছে যেখানে বলা হয়, আপ্ত সহায়কের মারধরের পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর হাত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। সূত্রের খবর, পুলিশ যখন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বাসভবনে পৌঁছায় তখন মালিওয়াল সেখানে ছিলেন না। যদিও এই ফোনের বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন স্বাতী নিজে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল নির্বাচনী সভায় জানালেন মমতা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে, (হি.স.): লোকসভা ভোটে বিজেপি গোটা দেশে কত আসন পাবে তা চতুর্থ দফা ভোটের দিনেই জানিয়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চ থেকে ‘মোদীবাবু যায়েগা’ বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন মমতা। দর্শকাসন থেকে উত্তর এল ‘দিদি আয়েগা’। শুনে মমতা বললেন, “দিদি তো এখানে আপনাদের সঙ্গেই আছে। তবে দিদি দিল্লিতে বিরোধী জোট ইন্ডিয়াকে নিয়ে আসবে।” এর পরেই মমতা সবিস্তার জানান কে ক’টি আসন পাবে দেশে।

মতা বলেন, “এখনও পর্যন্ত যা হিসাব, তাতে ভোট খুব ভাল হয়েছে। আর সেটা বুঝে বাবুদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে এ বার আর দিল্লিতে মোদীবাবু আসছেন না। আমার কাছে এ ব্যাপারে হিসাব আছে। এখনও পর্যন্ত যা ভোট হয়েছে তাতে বিজেপি ৪০০ তো দূর ২০০-ও পার করতে পারবে না।” দেশে মোট ৫৪৩টি লোকসভা আসন। তার মধ্যে এ বছর ৪০০ পার করার স্লোগান দিয়ে ভোটে নেমেছে বিজেপি। তাই নিয়েই কটাক্ষ করেন মমতা। তিনি বলেন, “আজকের যে ভোট হচ্ছে, তার হিসাব এখনও আমি জানি না। তবে এ পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতে বলে দিতে পারি বিজেপি বড়জোর ১৯৫ আসন পাবে। আর ‘ইন্ডিয়া’ গোটা দেশে পাবে ৩০০-৩১৫টি আসন।”

মমতা বললেন, “ মোদী সরকার দেশ থেকে যাবে। আপনাদের দিদি দিল্লিতে আইএনডিআই জোটের সরকার গড়বে। এখনও পর্যন্ত হিসাব বলছে, বিজেপি ২০০-ও পার করবে না। বড়জোর ১৯৫। আর ‘ইন্ডিয়া’ ৩১৫ পাবে।”

গুয়াহাটিতে ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে ধৃত পিএইচই-র জনৈক এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে অসম পুলিশের ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন সেলের আধিকারিকদের হাতে ধৃত জনৈক এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। ধৃত ব্যক্তি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের উত্তর লখিমপুর সার্কলের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত গোস্বামী। ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন সেলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে এ খবর জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের উত্তর লখিমপুর সার্কলের সুপারিনটেনডিং কার্যালয়ে কর্মরত এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত গোস্বামী গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত বিভাগীয় সদর দফতরে এসে অভিযোগকারী জনৈক ঠিকাদারের হাত থেকে ঘুষের ২০ হাজার টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন।

অন্য সূত্রে জানা গেছে, একটি বিল পাসের বিনিময়ে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত গোস্বামী জনৈক ঠিকাদারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন। ঘুষের টাকা দিতে নারাজ ঠিকাদার ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন সেলের দ্বারস্থ হন। ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের কষা ছক অনুযায়ী আজ গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়ে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত গোস্বামীর হাতে অগ্রিম বাবদ নগদ ২০ হাজার টাকা দিতে গিয়েছিলেন অভিযোগকারী ঠিকাদার। সে সময়ই ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত গোস্বামীকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১০ মে ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন সেলের আধিকারিকরা গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত মাটিয়া ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (ইনচার্জ) সাহার আলি সিকদারকে ঘুষের টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরেছিলেন।

স্বস্তি মিলল না এবারও, হেমন্ত সোরেনের জামিন-আর্জি খারিজ করল পিএমএলএ আদালত

রাঁচি, ১৩ মে (হি.স.): এবারও স্বস্তি পেলেন না ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সোমবার হেমন্ত সোরেনের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিল বিশেষ পিএমএলএ আদালত। এর আগে উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্ক শুনানি শেষে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল আদালত। গত ১৫ এপ্রিল পিএমএলএ আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন।

কিন্তু সোমবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে পিএমএলএ আদালত। এদিকে, নিজের গ্রেফতারিকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন হেমন্ত সোরেন। এই বিষয়ে শুনানি হবে আগামী আগামী ১৭ মে।

রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণের ইতি টেনে ভোটের দিন সৌজন্যের আলিঙ্গন কীর্তি-দিলীপের

দুর্গাপুর, ১৩ মে (হি.স.) : রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণের ইতি টেনে ভোটের দিন সৌজন্যের আলিঙ্গন কীর্তি আজাদ-দিলীপ ঘোষের। সোমবার ভোট যুদ্ধের শেষ লগ্নে জড়িয়ে ধরলেন একে অপরকে।

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ও বিজেপি প্রার্থী প্রচারের ময়দানে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না কেউই। যুযুধান দুই প্রার্থীই তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করেছেন পরস্পরকে। তবে, ভোটের দিনেই মধুরেণ সমাপয়েৎ দুর্গাপুরে।

বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদকে চূড়ান্ত আক্রমণ করেছেন।

একটুকুও জমি ছাড়েননি কীর্তি আজাদও।

বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য ছিলেন। প্রতিপক্ষের বাউন্সারকে অনায়াসে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছেন। তবে আজকে যে ছবিটা লক্ষ্য করে দেখা গেল, সেটা একেবারেই অন্যরকম।

দুজনেই ”মন্তেশ্বরে ভোটপর্ব পর্যবেক্ষণ করতে হাজির ছিলেন। ঠিক সেই সময় রাস্তায় দুই কনভারের মুখোমুখি হয় দু”জন একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির উর্ধ্বে যে মানুষ সেই ছবিটাই ধরা পরল ক্যামেরায়। দু’জনেই দু’জনকে দেখে এগিয়ে আসেন। হাসিমুখে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন দুজনেই।

একসঙ্গে হাত মেলাতেও দেখা যায় দু’জনকে।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব যাচ্ছে না কেজরিওয়ালের, পদ খারিজের আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদেই থাকছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণের দাবিতে আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি আবগারি নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপ মামলায় ইডি-র গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অপসারণের দাবিতে আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু, সেই আবেদন সোমবার সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং দীপঙ্কর দত্তের একটি বেঞ্চ জানিয়েছে, এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না, এটি দেখা দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর নির্ভর করে। বেঞ্চ বলেছে, ’এ সবের মধ্যে আমরা কীভাবে যাব? উপ-রাজ্যপাল চাইলে তাঁকে ব্যবস্থা নিতে দিন।’

নির্বাচনী প্রচারে মোদীকে লাগাতার আক্রমণ মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে, (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নির্বাচনী প্রচারে লাগাতার আক্রমণ করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদীর গ্যারান্টিকে প্রতারণা বলে অভিযোগ করলেন মমতা।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে এ দিন মঞ্চে বক্তৃতা শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বীনাপাণি দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন। বলেন, “মমতাবালা ঠাকুরকে আমি সম্মান দিয়েছি। তাঁকে প্রার্থী করেছি। তিনি জিতেওছিলেন। বিজেপি মিথ্যা কথা বলে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে। তার পরে আমরা তাঁকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করে সম্মান দেখিয়েছি।”

ফের একবার মোদী সরকারের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কটাক্ষের সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে তাদের বিজ্ঞাপন নিয়ে কটাক্ষ করেন। বলেন, “আমার নাম ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন করছে। আর নাম পায়নি খুঁজে। সে তার মাকে বলছে, ‘চল মোদীকে ভোটটা দিয়ে আসি। আমার বাড়িতে জল দিয়েছে’। ঘেঁচু দিয়েছে। উনি জলটা দেননি। জলটা আমরা দিয়েছি। এই জলের ৭০ শতাংশ টাকা, জমি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সব রাজ্য সরকার করে। মোদী বাবু কিচ্ছু করেনি।” একটু থেমে বললেন, “আপনারা নাকি বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পান। মোদীবাবু বলছে। পাচ্ছেন নাকি? বিনা পয়সা গ্যাস পাচ্ছেন? এ হল গ্যাস বেলুনের থেকেও বড় বেলুন।” মমতা বলেন, “মোদীর গ্যারান্টি হল ৪২০ গ্যারান্টি। মানে গ্যারান্টি নেই। ‘নো গ্যারান্টি’।”

মোদীর গ্যারান্টির স্লোগানকে বিদ্রুপ করে তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, ”রোজ মুখ দেখাচ্ছে, সকাল থেকে রাত-শুধুই নো গ্যারান্টির ছবি”। ফের একবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০০দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার অভিযোগে সরব হন মমতা। গরিবদের বঞ্চনার অভিযোগে সরব হন তিনি। একদিকে মোদীর গ্যারান্টিকে যেমন ভুয়ো বললেন, তেমন দাবি করলেন ”আমরা যা বলি, তা করি, কথা রাখাটাই সবচেয়ে বড় বিশ্বাসযোগ্যতা”।

ওয়েব কাস্টিংয়ে দেখে বীরভূমে প্রিসাইডিং অফিসারকে সরাল কমিশন

কলকাতা, ১৩ মে, (হি.স.) : বার বার বুথে ঢুকছেন এক ব্যক্তি। ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থায় এই দৃশ্য দেখে নির্বাচন কমিশন। বীরভূমের ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথ থেকে সরিয়ে দিল প্রিসাইডিং অফিসারকে।

ইলামবাজারের ওই বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠছিল সোমবার সকাল থেকেই। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতেও তা ধরা পড়ে। দেখা যায়, ভোটারদের ধরে ধরে বুথের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমনকি, ভোটারদের সঙ্গে ইভিএমের সামনে পৌঁছে যাচ্ছেন কেউ কেউ।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোন বোতাম টিপতে হবে, কোথায় ভোট দিতে হবে। অভিযোগ, প্রিসাইডিং অফিসারের সামনেই এ সব চলতে থাকে। তিনি কাউকে বাধা দেননি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার তৃণমূল নেতা ওহেদ আলি, নাজিমুদ্দিনেরা ভোট দেওয়াচ্ছিলেন। ওয়েব কাস্টিংয়ের মাধ্যমে দেখা যায়, ইলামবাজারের ২৫ নম্বর বুথে এক ব্যক্তি বার বার বুথে ঢোকার চেষ্টা করছেন এবং ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। প্রিসাইডিং অফিসার কিছু করছেন না।

তৎক্ষণাৎ ওই অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রিজার্ভ রাখা অন্য ভোটকর্মীদের মধ্যে থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আর এক জন প্রিসাইডিং অফিসারকে পাঠানো হয় ওই বুথে।

বিয়ে করবেন শীঘ্রই, রায়বরেলিতে ঘোষণা রাহুল গান্ধীর

রায়বরেলি, ১৩ মে (হি. স.): মোস্ট এলিজিবল ব্যাচিলর বলা হয়ে থাকে তাঁকে। কবে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন সেটা বারবারই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন কর্মী, সমর্থকরা। এতদিন এব্যাপারে তিনি নীরব থাকতেন। কিন্তু লোকসভার চতুর্থ দফার ভোটে তার জবাব দিলেন তিনি।

সোমবার বোন প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র রায়বরেলিতে প্রচারে আসেন রাহুল। তিনি কবে বিয়ে করবেন তা জানতে চেয়ে প্রশ্ন ছোঁড়ে জনতা। প্রথমে বিষয়টি শুনতে পাননি তিনি। বোন প্রিয়াঙ্কা দাদা রাহুলকে বলেন, আগে ওদের প্রশ্নের জবাব দাও। তখন বিষয়টি বুঝতে পেরে রাহুল বলেন, ”এবার শীঘ্রই করতে হবে”।

উল্লেখ্য, ওয়ানাডের পাশাপাশি এবারের লোকসভা নির্বাচনে রায়বরেলি আসন থেকেও প্রার্থী হয়েছেন কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ রাহুল গান্ধী। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ওয়ানাড কেন্দ্রে ভোট মিটতেই রায়বরেলি থেকে নিজের মনোনয়ন জমা দেন তিনি।

গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নয়, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৩ মে, (হি.স.): বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের বিরুদ্ধে আপাতত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। তাঁর দায়ের করা মামলার শুনানি মঙ্গলবার। কলকাতা হাই কোর্টে এই শুনানি হবে। সোমবার হাই কোর্ট সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো (ভিডিয়োর সত্যতা হিন্দুস্থান সমাচার যাচাই করেনি) প্রকাশ্যে আসে। সেখানে গঙ্গাধর কয়ালের মুখ দেখা যায় বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও গঙ্গাধর ভিডিয়োটি ভুয়া দাবি করে সিবিআইয়ের কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ জানান। একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন। দাবি করেন, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন তিনি। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা করেন গত শুক্রবার।অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসেও সন্দেশখালি সংক্রান্ত মামলা চলছে। এই আবহে আগামিকাল দুপুর ২টোয় শুনানি হবে গঙ্গাধর কয়ালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার।

চেয়ারে বসেই অসুস্থ, বাংলায় ভোটের ডিউটিতে এসে ফের মৃত্যু জওয়ানের

বীরভূম, ১৩ মে, (হি.স.): ফের ভোটের ডিউটিতে এসে জওয়ানের মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল মুরারই ২ নম্বর ব্লকের পাইকর জাজিগ্রাম ২০৩ নম্বর বুথে। প্রথম দফার নির্বাচন শুরুর আগেই কোচবিহারের মাথাভাঙায় মৃত্যু হয় নীলেশ কুমার নামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই জওয়ানের।

সোমবারের মৃত জওয়ানের নাম মহেন্দ্র সিং। তিনি উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোটের ডিউটি করছিলেন মহেন্দ্র সিং নামে ওই জওয়ান। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনার জেরে ছড়ায় চাঞ্চল্য। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান অত্যাধিক গরমেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে ওই জওয়ানের। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অগ্নিবীর প্রকল্পের ফের সমালোচনায় মুখর রাহুল, প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও বিঁধলেন

রায়বরেলি, ১৩ মে (হি.স.): অগ্নিবীর প্রকল্পের সমালোচনার ফের সরব হলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার উত্তর প্রদেশের রায়বরেলিতে এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, ’প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর অফিস দেশের ওপর অগ্নিবীর প্রকল্প চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি চাইছেন যে অর্থ পেনশন হিসাবে যায় এবং জওয়ানদের ক্যান্টিন সুবিধাগুলি প্রতিরক্ষা চুক্তির আকারে আদানির কাছে যেন পৌঁছয়।’রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, ’দুই ধরনের জওয়ান তৈরি করেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবন্ধীদের প্রতিভা তুলে ধরার প্রয়াস, ১৯ মে কলকাতায় দিব্যাঙ্গ ট্যালেন্ট শো-এর আয়োজন

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.): আগামী ১৯ মে দিব্যাঙ্গ ট্যালেন্ট শো-এর আয়োজন করছে নারায়ণ সেবা সংস্থা। রাজস্থানের উদয়পুরের একটি বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হল নারায়ণ সেবা সংস্থা, যা প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন এবং ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। এই সংস্থার উদ্যোগে দিব্যাঙ্গ ট্যালেন্ট শো এবং ফ্যাশন শো ’দিব্যা হিরোস ২০২৪’-এর আয়োজন হচ্ছে আগামী ১৯ মে। অনুষ্ঠানটি হবে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে।

নারায়ণ সেবা সংস্থার ট্রাস্টি দেবেন্দ্র চৌবিসা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ’প্রতিবন্ধী প্রতিভাদের জন্য একটি মঞ্চ প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই ধরনের শো আয়োজন করা হয়। উপরন্তু, এই অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্যে সমাজের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্য কারও থেকে পিছিয়ে নেই। এই প্রতিভা এবং ফ্যাশন শোতে প্রায় ৩০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (যাদের ’দিব্যা হিরোস’ বলা হয়) অংশগ্রহণ করবেন।’ এছাড়াও নানা ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

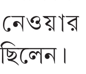

Ref:- Jolaibari OP GDE no. 21 dated 07/04/2024

পাশের ছবিটি শ্রীমতি ভক্তিমালা ত্রিপুরা বয়স ৩০ ভৎসর, স্বামী - কার্তিক ত্রিপুরা, সাথে তাহার ছেলে মিলটন ত্রিপুরা, সাং-পশ্চিম পিলাক, থানা - বাইখোড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে - লাল রং চুরিদার। গত ০৪-০৪-২০২৪(ইং) সময় আনুমানিক সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ি হইতে Khumpui Academi English Medium (Hostel) উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। পরে সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলা ও তার ছেলেকে এখনওপর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলা ও তার ছেলের সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা) ১) এস পি (ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া - ফোন নম্বর : 03823-222062, 9485147829/7628007079 ২) বাইখোড়া থানা - ফোন নম্বর : - ৭০৮৫৮৭৮৮৮৫

Sd/-Illegible
Superintendent of Police
South Tripura District

ICA-D-159-24

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ডিটক্স ওয়াটার না খেয়েও ৭ দিনে ওজন কমবে

ওজন বেড়ে গেলে একাধিক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই ওজনকে বশে রাখতেই হবে। আর ওজন কমাতে গেলে ডায়েট থেকে এক্সরাসাইজ সব কিছুর উপরই জোর দিতে হবে। যখনই ডায়েটের প্রসঙ্গ আসে, তখনই অনেকেই বুঝতে পারেন না যে, সকালে কী খাবেন, বিকেলে খাবেন। সারাদিন যেমনই খাবার খান না কেন, ব্রেকফাস্টে ডিটক্স খাবার খাওয়া ভীষণ জরুরি।

আর এই কাজটা যদি স্মুদি করে দেয়, তাহলে ওজন ঝরানো আরও সহজ হয়ে উঠবে। স্মুদির মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটেড, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও বিভিন্ন পুষ্টি থাকে। স্মুদির মধ্যে ফল, সবজি, বাদাম, দুধ, দইয়ের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার থাকে। তাই ব্রেকফাস্টে স্মুদি পান করলে শরীর ডিটক্সিফাই হয়ে যায়। অর্থাত শরীরে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে স্মুদি। হজম স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এবং সারাদিন আপনাকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। এমনকী সুন্দর ত্বক ও মজবুত চুল গঠনেও সাহায্য করে স্মুদি। কিন্তু ওজন কমানোর জন্য কী ধরনের স্মুদি পান করবেন, তা কি জানেন? রইল ৪ স্মুদির রেসিপি।

১) পালং শাকের স্মুদি- ১ কাপ তাজা পালং শাক, ১/২ কাপ লাউ ও শসা, ১/২ কাপ দই, এক মুঠো পুদিনা পাতা, এক টুকরো আমলকি, ১/২ চামচ লেবুর রস নিন। এগুলো একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এই স্মুদিতে এক চিমটে নুন ও জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন।

২) গাজরের স্মুদি- ১টা গ্রেট করা গাজর নিন। এর সঙ্গে ১ কাপ মুসাম্বির রস, ১/২ কাপ পাকা পেঁপে, ১/২ চামচ কাঁচা হলুদ ও ১/২ চামচ আদা মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এই স্মুদি আপনার ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৩) আপেলের স্মুদি- ১টা গোটা আপে কেটে নিন। অর্ধেক কলা নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ ওটস, ৩টে আখরোট, ১ কাপ আমন্ড মিল্ক বা লো-ফ্যাট দুধ নিন। উপকরণগুলো একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এই স্মুদি ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

৪) ওটসের স্মুদি- ১ কাপ ওটস নিন। ওটসটা শুকনো কড়াইতে একটু নেড়ে নিন। এবার এই ওটসের সঙ্গে এক কাপ আমন্ড মিল্ক বা লো-ফ্যাট দুধ এবং ১টা কলা মিক্সিতে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার এতে পিনাট বাটার মিশিয়ে পান করুন।

ফ্রিজে রাখা দুধ- ডিম- গাজর- টমেটো আদৌ খাওয়ার যোগ্য নাকি

জুজুন বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এর মূল কারণ হল খাবারের মান সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সতেজ খাবার খেলে তবেই শরীর শক্তিশালী হয়। বাসি, পচা খাবার শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়। বরং দিনের পর দিন খারাপ খাবার খেলে সেখান থেকে হতে পারে একাধিক শারীরিক সমস্যা।

বাইরে থেকে আনা শাক-সবজি, দুধ, ফলমূল এসব খারাপ হলে আমরা কেউই খাই না। সচেতন ভাবেই তা ফেলে দিই। যদিও সব সময় খাবার খারাপ হলেও বোঝা যায় না। আর সেই খারাপ খাবার ভুল করে একবার খেয়ে ফেললেই বিপত্তি। এই গরমে খাবার দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। এমনকী ফ্রিজে খাবার রাখলেও দু দিনের বেশি তা টিকছে না। তাই দেখে নিন রোজকার খাবার খারাপ হলে কী ভাবে বুঝবেন। টমেটো সাধারণত ফ্রিজের বাইরে বেশির ভাগ সময় রাখা হয়। আর ফ্রিজের বাইরে টমেটো থাকলেই সেখান থেকে খারাপ গন্ধ উঠতে শুরু করে। টমেটোর মুখ থেকে যদি তরল বের হতে শুরু করে তাহলেই বুঝবেন তা নষ্ট হতে শুরু করেছে। এরপর টমেটোর ছাল উঠে যায়। আর এই নষ্ট হয়ে যাওয়া টমেটো কোনও ভাবেই মুখে তুলবেন না। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি এসবও গরমের দিনে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এমনকী অঙ্কুরিত মুগও বেশিরভাগ সময় বাইরে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হওয়ার সময় সবজির রং ফেড হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ফুলকপির রং কালো হয়ে যায়। ফুলকপির উপর কালো রঙের একটা স্তর পড়ে যায়। ফুলকপিতে দাগ দেখলে সেই ফুলকপি কিনবেন না। আর এই সব সবজি যদি নরম হয়ে যায় তাহলেও খাবেন না। আলুও গরমে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশই বাড়িতে বেশি করে আলু কিনে স্টোর করে রাখেন। আলুতে সবুজ রং ধরলে বুঝবেন এবার তা নষ্ট হতে শুরু করেছে। আর আলুর থেকে গাছ হতে শুরু হওয়া মানেও সেই আলু ভেতর থেকে শুকোতে শুরু করেছে। শসা, গাজর শুকিয়ে যায়। সেই সঙ্গে রং হালকা হতে শুরু করে। নষ্ট হয়ে যাওয়া গাজর, শসা ফেলে দেবেন। কাঁচা কেটে খাবেন না। টিন বা বাক্সবন্দী কোনও খাবার থাকলে তা নষ্ট হলে ঠিক ভাবে বোঝা যায় না। আর এই কৌটোর খাবার অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলে তাতে ব্যাকটেরিয়া জমতে শুরু করে। এতে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ডিমের কুসুম অত্যন্ত লোভনীয় হলেও তা দ্রুত খারাপ হয়ে যায়। ডিম ভাল আছে কিনা বুঝতে এই টোটকা ট্রাই করুন। একটি বাটি ভর্তি করে জল নিয়ে তার মধ্যে ডিম দিন। যদি ডিম ডুবে যায় তাহলে বুঝবেন তা তাজা আছে। আর যদি উপরে ভেসে ওঠে তাহলে ডিম নষ্ট হতে শুরু করেছে।

প্যাকেটের দুধ ব্যবহার করেন? তাহলে অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে তারিখ দেখে নিন। সেই তারিখের মধ্যে খাবেন। আর যদি সেই দিন পেরিয়ে যায় তাহলে সেই দুধ খাবেন না।

পাকা পেঁপে খাওয়ার পর এই ৬ খাবার খেলে বদহজম-পেট ফাঁপা হবেই

পরিপাকতন্ত্র ঠিক রাখতে নিয়মিত পাকা পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিতক, পুষ্টিবিদরা। সুগারের রোগীদের জন্য যেমন পেঁপে উপকারী তেমনই ওজন কমাতেও সাহায্য করে পাকা পেঁপে। পেঁপের মধ্যে থাকে ভিটামিন সি, ফোলেট, ফাইবার। এছাড়াও পেঁপের মধ্যে থাকে প্যাপাইন। এর ফলে হজম শক্তি বাড়ে সেই সঙ্গে পেটেরও কোনও সমস্যা হয় না।

পেঁপের মধ্যে যে প্যাপাইন থাকে যা প্রোটিন ভাঙতে কাজ করে। যার ফলে হজমশক্তি ঠিক থাকে। পেঁপের মধ্যে ফাইবার বেশি পরিমাণে থাকায় মলত্যাগেও কোনও রকম সমস্যা হয় না। পেঁপের উপকারিতা অনেক। তবে পেঁপে খাওয়ার বেশ কিছু অপকারিতাও রয়েছে। পেঁপের সঙ্গে ভুল করে এই সব খাবার খেলেই পড়তে হবে মুশকিলে। পুষ্টিবিদ শিখা আগরওয়াল দিয়েছেন বিশেষ এই টিপস। পেঁপে খাওয়ার পর এই সব খাবার অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। দুধ এবং দই- পাকা পেঁপে খাওয়ার পর দুধ আর দুধের তৈরি কোনও খাবারই খাওয়া চলবে না। কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, পেটফাঁপার সমস্যা এমনকী ডায়ারিয়াও হতে পারে পেঁপের পর দুধ, লস্যি, টকদই এসব খেলে। সি ফুড- পেঁপের মধ্যে কাইমোপাপিন নামের একটি এনজাইম থাকে। যা অন্য কোনও ফল বা খাবার সঙ্গে মিশে গেলে সেখান থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে। সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে পেঁপে মিশলে বাজে গন্ধও ওঠে। তাই ভুল করেও এই মাছ আর পেঁপে একসঙ্গে খাবেন না। টক খাবার- পেঁপের স্বাদ মিষ্টি। আর তাই পেঁপে খাওয়ার পর টক বা কোনও মশলাদার খাবার খেলে চলবে না। পেঁপের পর টক বা মশলাদার খাবার খেলে হজমের খুবই সমস্যা হয়।

চা--- চায়ের মধ্যে থাকে ক্যাটেচিন। আর পেঁপে খাওয়ার পর পরই চা খেলে হতে পারে সমস্যা। গ্যাস্ট্রিক তো হবেই। আর তাই চায়ের সঙ্গে কখনই কোনও ফল খাবেন না।

ডিম--- পেপিন আর ভিটামিন সি-এর সঙ্গে প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ এর সংমিশ্রণ একেবারেই ভাল নয়। এতে পেপের উপর চাপ পড়েই। সেখান থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি এমন সমস্যা হতেই পারে।

লেবু- অনেকেই পাকা পেঁপের উপর নুন আর লেবু ছড়িয়ে স্যালাডের মত করে খান। এই ভুল অভ্যাস শরীরকে একেবারে শেষ করে দেয়। সেই সঙ্গে হতে পারে রক্তাল্পতার সমস্যাও।

মদ্যপানের সঙ্গে, টক-ঝাল-মিষ্টি খাবার খেলে শরীরে ভিটামিন কমবে

শরীরে পুষ্টির জোগান দিতে ভূমিকা রয়েছে ভিটামিন বি১২ এর। এই ভিটামিন জলে দ্রবণীয়। স্নানু, লাল রক্ত কণিকা আর ডিএনএ-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল এই ভিটামিন। ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার না খেবে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে ওঠেনা। একই সঙ্গে শরীর ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে যায়। সেই দুর্বলতা থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না।

ভিটামিন বি ১২ এর অভাব হলে অনেকেই প্রথমে তা বুঝতে পারেন না। বরং একরকম এড়িয়ে যান। এড়িয়ে গেলে বিপদ বাড়বে। শরীরে ভিটামিন বি-১২ এর চাহিদা কাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি হয়? যাদের পেটে বেশি পরিমাণে হাইডড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং প্রোটিন সহজে শোষিত হয় না তাদের শরীরে এই ভিটামিন বি-১২ এর অভাব সবচাইতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর তাই সুস্থ থাকতে এবং শরীরে ভিটামিন বি ১২ এর চাহিদা মেটাতে কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

অ্যালকোহল বেশি খাওয়া চলবে না অতিরিক্ত গরম খাবার, ঝাল-মশলাদার খাবার চলবে না মিষ্টি খাবার খাওয়া যাবে না যাদের দীর্ঘদিনের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে, যাদের পেটে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উতন্ন হয় তাদের শরীরে এই ভিটামিন বি-১২ এর অভাব সবচাইতে বেশি। শরীরে ভিটামিন বি-১২ এর অভাবে যা কিছু হতে পারে- হার্টের সমস্যা শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত না থাকা টাইপ ১ ডায়াবেটিস

গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার রিউমাটয়েড আর্থাইটিস ওজন কমে যাওয়া, বমি বমি ভাব জিভ ফুলে যাওয়া ওজন কমে যাওয়া অতিরিক্ত ক্লান্তি, দুর্বলতা ভিটামিন বি-১২ এর অভাবজনিত লক্ষণ রুখতে যা কিছু খাবেন- মাছ- নিয়মিত ভাবে মাছ খেতে হবে। মাছের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। শরীরের প্রয়োজনীয় কিছু খনিজও পাওয়া যায় মাছ থেকে। ডিম--- রোজ একটা করে ডিম অবশ্যই খান। ডিম সেদ্ধ অথবা পোচ বানিয়ে খেতে পারেন। তবে হাফ বয়েলড ডিম এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল।

দুধ-পনির- রোজ রোজ দই, পনির, ছানা এসব অবশ্যই রাখুন তালিকায়। রেড মিট না খেয়ে চিকেন খাবেন। এতে শরীর পুষ্টি পাবে আর শরীরের নানা কাজেও আসবে।

গরমে তরতাজা থাকতে চান?

উর্দমুখী তাপমাত্রার পারদ। এই সময় দাঁড়িয়ে সুস্থ থাকতে প্রয়োজন এমন কিছু যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখবে। শুধু তাই-ই নয়, শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি স্বস্তিও দেবে। সকালে উঠেই এক কাপ চায়ে চুমুক না দিলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। তবে এই গরমে সকাল-সকাল চা খাওয়ার অভাস ত্যাগ করাই ভাল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চায়ের পরিবর্তে এমন কিছু খেতে হবে যা শরীরকে ডিটক্স হতে সাহায করে। শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বের করে দেওয়াকেই ডিটক্স বলা হয়। সকাল-সকাল এই ধরনের ডিটক্স পানীয় পান করলে সারাদিন শরীর তরতাজা থাকে। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।খুব সহজে বাড়িতেই বানিয়ে নেওয়া যায় এই বিশেষ পানীয় তা জানেন কি? জানুন কীভাবে বানাবেন।

উপকরণ: একটা ছোটো আদার টুকরো ১ টেবিল চামচ জোয়ান জাফরান গোটা গোলমরিচ ১ চামচ লবঙ্গ ৩-৪ টে ২ টো এলাচ

পদ্ধতি: প্রথমেই জল গরম করে নিন। এবার ফুটন্ত জলে কুচনো আদা ও জোয়ান দিন। এবার তাতে একে-একে গোল মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ দিন। একটু ফুটে গেলে তাতে জাফরান মেশান। মিশ্রণটি ভাল করে ফুটিয়ে নিন। ফুটে গেলে গ্যাস বন্ধ করে মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করতে দিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল করে ছেঁকে নিন। ব্যস তৈরি আপনার ডিটক্স পানীয়।

কখন খাবেন? সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের পরিবর্তে পান করুন এই পানীয়। উপকার পাবেন। সারাদিনের কোনও একটি সময়েও পান করা যায়। কিন্তু ভরা পেটে পান করার চেষ্টা করুন। প্রথমে অল্প পরিমাণে পান করে দেখুন। যদি কোনও রকম সমস্যা না হয় তাহলে এটিকে নিয়মিত ডায়েটে যোগ করুন। যেকোনও বয়সের মানুষই এই পানীয় পান করতে পারেন কোনও অসুবিধা নেই।

কী উপকার পাবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভেষজ চায়ে উপস্থিত সব উপাদানই শরীরের জন্য ভীষণ উপকারি। এবং এতে উপস্থিত উপকরণের আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে। জোয়ানে কারমিনেটিভ উপাদান রয়েছে যা সারাদিন গা গোলানো বা বমির সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। জাফরানে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন কে বের করে দিতে সাহায্য করে। গোল মরিচ হজ শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া লবঙ্গতে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান যা শরীরের নান অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়।

বলিরেখা রুখতে রাতে বিশেষ যত্ন নিন ত্বকের

বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরে, মুখে ফুটে ওঠে বলিরেখা। কিন্তু বয়সের আগেই যদি বার্ধক্যের লক্ষণগুলো জোরাল হতে শুরু করে, তাহলে আপনার নড়েচড়ে বসা উচিত। চোখে-মুখেই প্রথমে বয়সের ছাপ পড়ে। চোখের কোণ জুড়ে কালি চওড়া হতে থাকে। কপালে দেখা দেয় বলিরেখা। এমনকী গালের চামড়া ঝুলে পড়ে এবং গলাতেও বলিরেখা দেখা দেয়।

এগুলো বয়সের আগেই যদি দেখা দিতে শুরু করে, তাহলে জানবেন আপনার স্কিন কেয়ার ও লাইফস্টাইলে গলদ রয়েছে। বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে গেলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং সঠিক স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চলতে হবে। আর প্রয়োজন চাপমুক্ত জীবন। স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল নাইট ক্রিম। যেমন রাতে ঘুম ভাল না হলে ত্বকের সমস্যা বাড়বে, তেমনই সঠিক নাইট ক্রিম বাছাইও ভীষণ জরুরি।

সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ বাজারচলতি নাইটক্রিমের উপর ভরসা রাখেন। কিন্তু সেসব নাইট ক্রিমের দাম আকাশছোঁয়া। অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। তাহলে কি নাইট ক্রিম ব্যবহার করবেন না? একদম নয়। বরং, নাইট ক্রিম বানিয়ে নিন বাড়িতে। তাও কোনও খরচ অনুযায়ী। কীভাবে নাইট ক্রিম বাড়িতে বানাবেন, রইল টিপস।

১) অ্যালোভেরা জেল নাইট ক্রিম

অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে প্রদাহের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। ত্বকের সমস্যা এড়াতে এবং বার্ধক্যকে রুখতে আপনি রাতে মুখে অ্যালোভেরা জেল মাখতে পারেন। এছাড়া অ্যালোভেরা জেলের কার্যকারিতা বাড়াতে বানিয়ে নিতে পারেন নাইট ক্রিম। ২-৩ চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১-২ চামচ গোলাপ জল, ১ চামচ আমন্ড অয়েল এবং ৭-৮ ফেঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। একটি কাচের পাত্রে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গোলাপ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর একে-একে আমন্ড অয়েল ও ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিলেই তৈরি নাইট ক্রিম। এবার এই নাইট ক্রিম ফ্রিজে রেখে দিন।

২) গোলাপ জল ও কোকো বাটার ক্রিম রোজের জীবনযাত্রায় গোলাপ জল অনেকেই ব্যবহার করেন। এবার গোলাপ জলকে নাইট ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন কোকো বাটার, মধু ও আমন্ড অয়েল। এই মিশ্রণটা বানিয়ে নিয়ে অবশ্যই ফ্রিজে রাখবেন। এই নাইট ক্রিমও আপনাকে ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করবে।

গরমে সবজি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে?

দৈনন্দিন জীবনে ফ্রিজ ছাড়া এক মুহূর্ত চলে না। কিন্তু ফ্রিজের গুরুত্ব তখনই বোঝা যায়, যখন ফ্রিজ খারাপ হয়ে যায়। সমস্যা বাড়ে এই গরমে। ফ্রিজে ঠান্ডা জল পাওয়া যায় না। তার উপর খাবার-দাবার রাখার সমস্যা হয়। খাবার না রাখলেও সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় শাকসবজি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। এই গরমে প্রতিদিন বাজার যাওয়া সম্ভব নয়।

আর আর্দ্রতার পরিমাণ এত বেশি যে সকালের কেনা সবজি, রাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। আর শুকনো সবজি রান্না করা যায় না। অন্যদিকে, আনাজপাতির যে পরিমাণ দাম, তা প্রতিদিন নষ্ট করা যায় না। এই গরমে ফ্রিজেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাকসবজি রাখা যায় না। তাই এমন উপায় বেছে নিন, যাতে এই গরমেও আপনার শাকসবজি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাজা রাখতে পারেন।

আপনি কী ধরনের সবজি কিনে আনছেন, তার উপর নির্ভর করছে সংরক্ষণের উপায়। ঘরের তাপমাত্রায় আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে পারেন। এগুলো চটজলদি শুকিয়ে যাবে না বা পচন ধরবে না।

ধনে পাতা, পুদিনা পাতা এবং অন্যান্য শাক কিনে আনলে তার প্রথমে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। এরপর জল ঝরিয়ে শুকনো করে নিন। লাউ শাক, কুমড়ো শাক, পুঁই শাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাক কেটে নিন। তারপর সেগুলো এয়ারটাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। আর ধনে পাতা, পুদিনা পাতা শিকড় ছাড়াবেন না। এবার শিকড় সমেত সেগুলো অল্প জলে ডুবিয়ে রাখুন। এতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাজা থাকবে।

কাঁচা লঙ্কা সংরক্ষণ করলে বোঁটা ছাড়িয়ে নিন। তারপর সেগুলো জিপলগ ব্যাগ কিংবা এয়ারটাইট কৌটোতে ভরে রেখে দিন। একইভাবে, আপনি বরবটি, পটল, ঝিঙে, লেবুও এয়ারটাইট কৌটোতে ভরে রাখতে পারেন। তবে, অবশ্যই প্রতিটা সবজির জন্য আলাদা আলাদা কৌটো বা বক্স ব্যবহার করবেন।

কুমড়ো গোটা কেনা হয় না। কাটা কুমড়ো কখনও সরাসরি ফ্রিজে সংরক্ষণ করবেন না। কুমড়ো কিউব আকারে কেটে নেবেন। তারপর সেগুলো জল ছড়িয়ে এয়ারটাইট কৌটোতে ভরে রাখতে পারেন।

আলু, পেঁয়াজের মতোই ফ্রিজে টমেটো ও ক্যাপসিকাম সংরক্ষণ করবেন না। টমেটো ও ক্যাপসিকাম রাখুন খোলা হাওয়ায়, ঘরের তাপমাত্রায়। ফিরে যান মা-ঠাকুমাদের যুগে। বেতের ঝুড়িতে রাখতে পারেন এই দুই উপাদান। অবশ্যই দুটো আলাদা ঝুড়িতে রাখবেন।

সজনে ডাঁটা ও লাউ সংরক্ষণ করুন কাগজের ব্যাগে। ফ্রিজে কাগজের ব্যাগে এই আনাজগুলো রাখলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাজা থাকে। যদি কাগজের ব্যাগ না থাকে, তাহলে খবরের কাগজে মুড়ে ফ্রিজে রেখে দিন।

বুকে জমা সব বর্জ্য দূর হবে সস্তার এই ৫ খাবারে

বাড়ছে দূষণের মাত্রা। প্রবল গরমে ঘামের সঙ্গে ধুলো-ধোঁওয়ার স্তরও জমছে শরীরে। যে শ্বাসবায়ু আমরা রোজ গ্রহণ করছি তাও ক্রমস দূষিত হচ্ছে। ধোঁয়া, ধুলো এসব ফুসফুসে জমা হচ্ছে আর এতে ফুসফুস আরও খারাপ-দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সিওপিডি, এমফিসেমা, ব্রঙ্কাইক্টেসিস এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের ঝুঁকি বাড়ে এই দূষণ থেকে।

সেই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা তো হয়ই। আর তাই এই গরমে সাবধানে থাকুন। প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করুন। এতে সব দিক থেকেই সাবধানে থাকতে পারবেন। এর সঙ্গে বদল আনতে হবে রোজের খাবারেও। এতে ফুসফুসে জমে থাকা সব ময়লা দূর হবেই সেই সঙ্গে ফুসফুস পরিষ্কার আর শক্তিশালী হবে। আমেরিকার চিকিতকদের দাবি অনুসারে ফুসফুস শক্তিশালী রাখতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্যতালিকায় বেশি করে সুপারফুড রাখা। সুপারফুডের মধ্যে থাকে খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট- এর ফলে ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ে। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্টের যাবতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

রোজকার ডায়েটে স্বাস্থকর চর্বি রাখতে হবে। সেই সঙ্গে অবশ্যই ক্যালোরি মেপে খাবার খেতে হবে। সেই সঙ্গে রোজ নিয়ম করে শুকনো ফল, মাছ, অলিভ অয়েল, বিভিন্ন রকম বীজ এসবও রাখুন ডায়েটে।

এর পাশাপাশি সবজি বেশি করে খেতে হবে। সেই সঙ্গে যে সব খাবারের মধ্যে স্টার্চ কম এমন সবই বেছে রাখুন ডায়েটে। ব্রকোলি, গাজর, টমেটো, পালং শাক, ক্যাপসিকাম, জুকিনি এরকম সব সবজি রোজ রাখতে হবে ডায়েটে। ফুসফুস ভাল রাখতে বেশি করে প্রোটিনও খেতে হবে। শরীরের যা ওজন তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অন্তত ১০ শতাংশ প্রোটিন খেতে হবে। মাছ, ডিম, মাংস এসব খান। তবে মাংস খুব মশলাদার খাবার একদম নয়। সব সময় হালকা রান্না করে খাবার খান। রোজ মাংস খেলে পরিমাণ মেপে খাবেন। ৭৫ গ্রামের বেশি একেবারেই নয়। প্রচুর পরিমাণ জল খেতে হবে।

তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে "হাতাহাতি" দিলীপের, পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে লাঠি

পূর্ব বর্ধমান, ১৩ মে, (হি.স.): সোমবার ভোটের মাঝে মন্তেশ্বরের টুল্লা গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে প্রবল বচসায় জড়ালেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে লাঠি চালায় পুলিশ ও দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীরা। এতে মাথা ফাটে এক তৃণমূল কর্মীর। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।

আহতকে দিলীপ ঘোষের গাড়ির সামনে রেখে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় ঘাসফুল শিবিরের সমর্থকরা। দিলীপবাবুকে ঘিরে ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগান। পালটা তৃণমূলকে তোপ দাগেন দিলীপবাবু। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

সোমবার বাংলার আটটি লোকসভা আসনে চলছে ভোট। তার মধ্যে রয়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর। এদিন সকাল থেকেই নিজের এলাকায় ঘুরছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এদিন ভোট শুরুর পর থেকেই মন্তেশ্বরের টুল্লা গ্রামের বিজেপি নেতারা দাবি করেন, তাঁদের এজেন্টকে বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না।

খবর পেয়ে এদিন বেলা ১ টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছন দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেন। এর পরই তৃণমূলকর্মীদের দিকে তেড়ে যান দিলীপবাবু। পরবর্তীতে তাঁদের সঙ্গে কার্যত হাতাহাতিতে জড়ান বিজেপি প্রার্থী।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ময়দানে নামেন পুলিশ ও দিলীপ ঘোষের নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁরা লাঠি চালান বলে অভিযোগ। লাঠির আঘাতে মাথা ফাটে ইনসান শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর। এর পরই তৃণমূলের বিক্ষোভ আরও বড় আকার নেয়। দিলীপবাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে লাগাতার ইটও ছোড়া হয়। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বেশ কিছুক্ষণ পর এলাকা ছাড়েন দিলীপবাবু।

বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বিরুবালা রাভার মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে পদ্ম সম্মাননা গ্রহণ সংবলিত প্রয়াতার একটি ছবি সহ কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাইনি শিকারের মতো সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিরুবালা রাভার আজীবন সংগ্রাম হাজার হাজার নারীকে ক্ষমতায়ন করেছে এবং সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। আইকনিক এই সমাজকর্মীর মৃত্যুতে আমি গভীর মর্মাহত। তিনি মানুষের সেবায় একটি মহান কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।'

এফআইআর খারিজের আর্জি জানাতে হাই কোর্টে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ

কলকাতা, ১৩ মে, (হি.স.): কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়ায় নির্বাচনী প্রচারে সমস্যা হচ্ছে। ওই এফআইআর খারিজের আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলেন তিনি। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মঙ্গলবার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি মিছিল করে অভিজিৎবাবু মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন।

তমলুক হাসপাতাল মোড়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের অনশনমঞ্চের কাছে পৌঁছতেই গন্ডগোল শুরু হয়। স্লোগান, পাল্টা স্লোগান, ধাক্কাধাক্কিতে উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। দাবি, বিজেপির মিছিল যাওয়ার সময় অভিজিৎবাবু ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে 'চোর-চোর' স্লোগান তোলা হয়। সেই সময় মিছিল থেকে কয়েক জন জুতো নিয়ে চাকরিহারাদের অনশনমঞ্চের দিকে তেড়ে যান বলে অভিযোগ। মঞ্চের চেয়ার ভাঙচুরের পাশাপাশি ইট-পাটকেলও ছোড়া হয়। ওই ঘটনায় অনশনমঞ্চে উপস্থিত একাধিক চাকরিহারা শিক্ষক আহত হন বলে অভিযোগ।

এর পরেই অভিজিৎবাবু-সহ বেশ কয়েক জন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে তমলুক থানায় এফআইআর দায়ের হয়।

গুন্টুরে ভোটারকে চড় মারার অভিযোগ বিধায়কের বিরুদ্ধে

গুন্টুর, ১৩ মে (হি. স.): সোমবার দেশজুড়ে চতুর্থ দফার ভোট চলছে। বাংলার আট আসন মিলিয়ে মোট ৯৬ কেন্দ্রে ভোট হচ্ছে এদিন। এরই মধ্যে ভোটকেন্দ্রে ভোটারকে চড় মারার অভিযোগ উঠল বিধায়কের বিরুদ্ধে। পালটা বিধায়ককে চড় কষালেন ওই ভোটার।

জানা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায় একটি ভোটকেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা হয়েছে। এদিন এক ভোটারের সঙ্গে হতাহাতিতে জড়ালেন ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিধায়ক এ শিবকুমার। ভোটারদের বক্তব্য, ভোটের লাইন এড়িয়ে বিধায়ক আগে গিয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রতিবাদ জানায় এক ভোটার। আর তাতেই রেগে যান বিধায়ক শিবকুমার। তেড়ে এসে ভোটারকে চড় কষিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে পালটা চড় মারেন ভোটারও। মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ঘরছাড়া কাশ্মীরিদের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিশেষ বুথ বারনাইতে

শ্রীনগর, ১৩ মে (হি. স.): চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে কাশ্মীর উপত্যকার শ্রীনগর আসনে। সকাল থেকেই শ্রীনগর এলাকার একাধিক বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়। ভোট নিয়ে স্থানীয়দের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এরই মধ্যে জম্মুর বারনাইতে ঘরছাড়া কাশ্মীরিদের জন্য একটি বিশেষ ভোট কেন্দ্রে সকাল থেকে ভোটারদের লাইন দেখা যায়।

এদিন ভোট দিতে আসা এক কাশ্মীরি পণ্ডিত বলেন, আমরা আমাদের মাতৃভূমি থেকে চলে এসেছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিশেষ বুথের ব্যবস্থা করেছে যাতে আমরা আমাদের শিকড়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের এক তরুণী বলেন, প্রতিটি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পরিবারের ভোটটিও মূল্যবান।

বিক্ষিপ্ত অশান্তি নদিয়ায়, চাপড়ায় বাম-তৃণমূল সংঘর্ষ

নদিয়া, ১৩ মে (হি.স.) : সোমবার কৃষ্ণনগরের চাপড়ার একটি বুথে সিপিএমের এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে বাম এবং তৃণমূল কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থানারপাড়া থানার পুলিশ। নাকাশিপাড়ার আড়ারবেঘিয়া গ্রামের একটি বুথে একই ঘটনা ঘটে। এ দিন সিপিএম পরিচালিত নদিয়ার পালিতবেঘিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কালিগঞ্জ থানা এলাকার সিপিএম প্রধানের আত্মীয়কে মারধরের অভিযোগ ওঠে। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় তাঁর। আক্রান্তের নাম হাসমুত শেখ। অভিযোগ, চেয়ার, টেবিল নিয়ে বসতে বাধা দেওয়া হয়। বসতে গেলে মারধর করা হয়।

বামেদের অভিযোগ, এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে শাসকদল। একই অভিযোগ করেছে বিজেপিও। পাল্টা বিজেপি এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ তোলে তৃণমূল। কৃষ্ণনগরের সিপিএম প্রার্থী এসএম সাদির অভিযোগ, "তৃণমূল সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে সকাল থেকেই।

চলে গেলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা সমাজ সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত বিরুবালা রাভা

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : চলে গেলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা, সমাজ সংস্কারক পদ্মশ্রী ভূষিত (ড.) বিরুবালা রাভা। আজ সোমবার সকাল ৯:২৩ মিনিটে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামী মানবাধিকার কর্মী বিরুবালা। দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

ক্যানসার-আক্রান্ত পদ্মশ্রী (ড.) বিরুবালা রাভার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় বহনভার গ্রহণ করেছিল অসম সরকার। আজ সকালে তাঁর মৃত্য সংবাদ পেয়ে গুয়াহাটির স্টেট ক্যানসার ইনস্টিটিউটে গিয়ে প্রয়াতের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি। এছাড়া আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও হাসপাতালে গিয়ে বিরুবালার মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। মন্ত্রী পাটোয়ারির তত্বাবধানে প্রয়াত রাভার মরদেহ সুসজ্জিত শকটে করে গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তবর্তী তাঁর ঠাকুরভিলা গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

এদিকে পদ্মশ্রী (ড.) বিরুবালা রাভার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দুই পরিষদীয় মন্ত্রী যথাক্রমে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি এবং জয়ন্তমল্ল বরুয়াকে প্রয়াত বিরুবালার শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করতে তত্ত্বাবধান করতে নির্দশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, অন্ধবিশ্বাস, কালাজাদু ও ডাইনি সন্দেহে হত্যার বিরুদ্ধে বিরুবালা রাভার নিরলস সংগ্রাম জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ১৯৫৪ সালে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তবর্তী ঠাকুরভিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জীবনের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিরুবালাকে। পরিবারিক দৈন্যতার দরুন অল্প বয়সে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এত বাধা সত্ত্বেও তিনি একজন শক্তিশালী সমাজকর্মী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মানুষজনকে কুসংস্কারমুক্ত হতে নিরলস লড়াই করেছেন।

১৯৮৫ সালে গ্রামের এক হাতুড়ে বৈদ্য (তান্ত্রিক) কর্তৃক তাঁর ছেলের ভুল রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করেন বিরুবালা রাভা। এর পর তিনি সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস দূর করতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ছুটতে থাকেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিরুবালা রাভা অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এর মধ্যে ২০০৫ সালে নর্থইস্ট নেটওয়ার্ক তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া ২০১১ সালে সর্বেশ্বর দত্ত স্মারক, ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে ডেকে নিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিডেট কর্তৃক সংবর্ধনা, ২০১৯ সালে নগাঁওয়ের আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় কর্তৃক 'আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন পুরস্কার, ২০১৫ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সোলজার অব হিউমিনিটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বিরুবালা রাভা। তাছাড়া ২০১৫ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দেয়। এদিকে ২০২১ সালে সামাজিক কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানকে স্বীকৃতি দেয় ভারত সরকার। ওই সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে বিরুবালা রাভা মর্যাদাপূর্ণ পদ্মশ্রী সম্মাননা লাভ করেন।

অসম সরকার কর্তৃক প্রিভেনশন অব উইচ হান্টিং অ্যাক্ট, ২০১৫ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কুসংস্কার জাদুকরি শিকারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত কর্মী বিরুবালা রাভা। এছাড়া গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অসম বিধানসভায় যে 'আসাম হিলিং (প্রিভেনশন অব ইভিল) প্র্যাকটিস বিল ২০২৪' পাস হয়েছে, ওই বিল তৈরিতেও বিরুবালার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে অসমে বন্ধ হবে প্রথাগত রোগ নিরাময় পদ্ধতি তথা জাদুকরি বিদ্যায় রোগব্যাধির চিকিৎসা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসজনিত কার্যকলাপ।

এদিকে 'মিশন বিরুবালা' নামে একটি সংগঠন গড়েছিলেন তিনি। 'মিশন বিরুবালা' সমাজে প্রচলিত ডাইনি শিকারের গুরুতর বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতেও 'মিশন বিরুবালা' সমাজ থেকে এই কুসংস্কার দূর করতে নিরলস কার্যক্রম চলিয়ে যাবে, জানান সংগঠনের জনৈক পদাধিকারী।

দেবের সহকারীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ, হাই কোর্টে দায়ের মামলা

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে আইনি বিপাকে পড়েছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেব। তাঁর সহকারী রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে রবিবার থেকেই শোরগোল শুরু হয়েছিল। সোমবার সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল মামলা। আগামী শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা।

দেবের সহকারী রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, তিনি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ব্যক্তির থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরও চাকরি না পাওয়ায় রমাপদ মান্নার বিরুদ্ধে ঘাটাল থানায় তিনি এফআইআর করতে যান।

অভিযোগ, পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করেনি। তাই এনিয়ে পুলিশি তদন্তে আস্থা রাখতে না পেরে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন ওই অভিযোগকারী। আর সেই আবেদন জানিয়েই সোমবার হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা দায়ের করেন।

করিমগঞ্জের কালিগঞ্জে লোমহর্ষক ডাকাতি, আতঙ্ক ফতেহপুর পঞ্চায়েত এলাকায়

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকাধীন কালিগঞ্জের ফাতেহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক দিলীপ আচার্যের বাড়িতে এক লোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, রবিবার গভীর রাতে একদল ডাকাত দিলীপ আচার্য্যের আবাসগৃহের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়িতে একা ছিলেন দিলীপবাবু। ঘরে ঢুকেই ডাকাতের দল তাঁর চোখে কালো কাপড় বেঁধে গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে আলমিরার চাবি চায়। প্রাণের ভয়ে তিনি আলমিরার চাবি তাদের হাতে তুলে দেন। ডাকাতরা আলমিরা থেকে নগদ এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং বহু স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি লুট করে চলে যায়।

আজ ভোরে দিলীপ আচার্য্য কালিগঞ্জ থানায় ঘটনার বিবরণ জানিয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে বলে জানা গেছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত ধরপাকড়ের খবর পাওয়া যায়নি।

অপরাধ ও নকশালবাদের কারণে বিহারের শিল্প ও ব্যবসা ধ্বংস হয়ে হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

মুজফরপুর, ১৩ মে (হি.স.) : অপরাধ ও নকশালবাদের কারণে বিহারের শিল্প ও ব্যবসা ধ্বংস হয়ে হয়েছে। আরজেডি ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিহারের মুজফরপুরের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'মুজফরপুর ও বিহারের জনগণ কয়েক দশক ধরে নকশালবাদের ক্ষত সহ্য করে আসছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলি নকশালবাদকে লালন-পালন করেছে এবং আপনাদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেছে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আর বলেছেন, 'এই নির্বাচন বিকশিত ভারতের জন্য সংকল্পের নির্বাচন। এখন বিশ্বে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা, মর্যাদা বাড়াতেই এই নির্বাচন।' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আপনারা আমাকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি সেই দায়িত্ব সততার সাথে পালন করছি এবং একই সততার সাথে আমি আপনাদের নিজের রিপোর্ট কার্ডও দিচ্ছি। দেশও দেখছে, ৬০ বছরে কংগ্রেসের চেয়ে মোদী নিজের ১০ বছরে বেশি উন্নয়ন করে দেখিয়েছেন।'

উদ্ধব ঠাকরকে বিঁধলেন অমিত শাহ, কংগ্রেসের সমালোচনাতেও সরব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ধুলে, ১৩ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেসের সমালোচনাতেও সরব হয়েছেন তিনি। সোমবার মহারাষ্ট্রের ধুলে-তে এক নির্বাচনী জনসভায় উদ্ধব ঠাকরকে একের পর এক প্রশ্ন করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'আমি উদ্ধব ঠাকরেকে প্রশ্ন করতে চাই, যিনি ক্ষমতার লোভে নিজের নীতি ত্যাগ করেছেন। কংগ্রেস নেতারা কাসবকে সমর্থন করছেন, উদ্ধব ঠাকরে, আপনি কী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আছেন? কংগ্রেস দল মুসলিম পার্সোনাল আইন ফিরিয়ে আনতে চায়, আপনি কি তাঁদের সঙ্গে আছেন?'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী বীর সাভারকরের বিরোধিতা করেছেন, উদ্ধবজি আপনি কি রাহুল গান্ধীর সাথে একমত? উদয়নিধি স্ট্যালিন সনাতন ধর্মের বিরোধিতা করছেন, উদ্ধবজি আপনি কি সনাতনের বিরোধিতা করে তাকে সমর্থন করছেন?' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রে সোনিয়া-মনমোহনের সরকার ছিল, প্রতিদিন বোমা বিস্ফোরণ হত। মুম্বইও ত্রস্ত ছিল। মোদীজি এলেন, উরি ও পুলওয়ামা হামলার প্রত্যাঘাত দিলেন।'

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে কমিশনের কাছে আসা অভিযোগের সংখ্যা

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.): সোমবার সকাল থেকেই বিজেপি-র মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আসতে থাকে বিভিন্ন নির্বাচনী অনিয়মের খবর। নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ যায়।

সোমবার সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৪৯২টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর মধ্যে দলগত ভাবে অভিযোগ ছিল ৩৭টি। তার মধ্যে কংগ্রেসের অভিযোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কমিশন সূত্রে খবর, দু'ঘণ্টায় কংগ্রেস ২০টি, সিপিএম ১৫টি এবং বিজেপি দু'টি অভিযোগ জানিয়েছে কমিশনে। সকাল ১১টা পর্যন্ত হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে নির্বাচন কমিশনে। মোট অভিযোগের সংখ্যা ১,০৮৮। তার মধ্যে দলগত ভাবে সিপিএম ৭২টি, কংগ্রেস ৬০টি, বিজেপি ৬টি এবং তৃণমূলের তরফে একটি অভিযোগ করা হয়। ভোটের দিন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট মহুয়া মৈত্র। ঝিটকিপোতায় জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তিনি বলেন, "আমার পাঁচটাতে লিড ছিল, দুটোতে ডাউন ছিল। গত বার ৬৫ হাজারে জিতেছিলাম, আমি নিশ্চিত এবার ব্যবধান আরও বাড়বে। কারণ আমি ভোটটা নিজে করি। নিজের লোক দিয়ে করি। নির্বাচন কমিশনে আধিকারিকদের মোদী-শাহ দুই তৃতীয়াংশের বিচারে নিয়োগ করেন। স্বাভাবিক এমসিসি ভায়োলেন্সে কমিশন কোনও পদক্ষেপ করে না। প্রথম দু'দফায় সাম্প্রদায়িক কথাবার্তায় কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন। এ বার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে।"

রথী-মহারথীরাও ভোট-উৎসবে সামিল, সপরিবারে ভোট দিলেন অভিনেতা চিরঞ্জীবী

হায়দরাবাদ, ১৩ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন রথী-মহারথীরাও। সোমবার সকালে ভোট উৎসবে সামিল হয়েছে দক্ষিণ অভিনেতারা। এদিন সকাল সকাল ভোট দেন জুনিয়র এনটিআর, আল্লু অর্জুন প্রমুখ। ভোট দিয়েছেন চলচ্চিত্র তারকা চিরঞ্জীবী কোনিদেলাও। সবাই জুবলী হিলসের একটি ভোটদান কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোট দেওয়ার চিরঞ্জীবী কোনিদেলা বলেছেন, 'আমি জনগণকে তাঁদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে আসুন এবং আপনার ভোট দিন।' স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভোট দেন চিরঞ্জীবী।

লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন দক্ষিণী অভিনেতা জুনিয়র এনটিআর ও আল্লু অর্জুন। সোমবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছু সময় পরই হায়দরাবাদের জুবলী হিলসের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন জুনিয়র এনটিআর ও আল্লু অর্জুন। ভোট দেওয়ার পর ভোটাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন উভয় তারকাই। জুনিয়র এনটিআর বলেছেন, 'প্রত্যেককেই নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। আমি মনে করি এটি একটি ভাল বার্তা যা আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।' অভিনেতা আল্লু অর্জুন বলেছেন, 'অনুগ্রহ করে নিজের ভোট দিন। ভোট দেওয়া দেশের সকল নাগরিকের দায়িত্ব। আগামী ৫ বছরের জন্য আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি বলতে চাই, আমি রাজনৈতিকভাবে কোনও দলের সমর্থক নই, আমি সব দলের প্রতি নিরপেক্ষ।'

মমতার 'স্টিং অপারেশন' নিয়ে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্টিং অপারেশন' নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চুরি ! পুর-নিয়োগে চাকরি চুরি ! কয়লা চুরি ! গরু চুরি ! রেশন চুরি ! চাযের জমি চুরি ! পিঠে বানানোর ছলে হিন্দু মহিলাদের ইজ্জত চুরি ! বালি চুরি ! পাথর চুরি !

পায়খানা চুরি ! ত্রিপল চুরি ! সাইকেল চুরি !

মাননীয়ার ডার্টি ট্রিকস ডিপার্টমেন্ট এগুলোর ব্যাপারে স্টিং অপারেশন কবে করবে ? সময় যে বয়ে যাচ্ছে !"

সম্বলে পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু, ১৭ জন আহত

সম্বল, ১৩ মে (হি.স.) : সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের রাজপুরা থানার গাওয়ান অনুপশহর রোডে একটি ট্রাক ও ট্রাক্টর ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং তারা সম্বল ও আলিগড়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় নিহতরা হল, ঘাসি রাম (৬০), মহিপাল (৫৫) ও লক্ষনপুর গ্রামের বাসিন্দা গুমানি (৪০)। ১৭ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা জানিয়েছেন, তারা বুলন্দশহর জেলার অনুপশহর থেকে জানাজা শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এরপর দীপপুর গ্রামের কাছে একটি ট্রাক ও ট্রাক্টর ট্রলির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দশম শ্রেণীর ফল প্রকাশ করল সিবিএসই, সামগ্রিক পাশের হার ৯৩.৬০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স): দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। সিবিএসই দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় সামগ্রিক পাশের হার ৯৩.৬০ শতাংশ। এ বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ দশম শ্রেণীর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৯৩.৬০ শতাংশ পরীক্ষার্থী, গত বছরের তুলনায় পাশের হার বেড়েছে ০.৪৮ শতাংশ।পাশের হারে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে ত্রিবান্দ্রম (৯৯.৭৫ শতাংশ), তারপর বিজওয়াড়া (৯৯.৬০ শতাংশ), তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে চেন্নাই (৯৯.৩০ শতাংশ) ও বেঙ্গালুরু (৯৯.২৬ শতাংশ)। এ বছর পরীক্ষায় বসেছিল ২২৩৮৮২৭ জন পরীক্ষার্থী, পাশ করেছে ২০৯৫৪৬৭ জন পরীক্ষার্থী, পাশের হার ৯৩.৬০ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ০.৪৮ শতাংশ বেশি।

ভোটের অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভোটদান পরিবর্তন আনে : বন্দারু দত্তাত্রেয়

হায়দরাবাদ, ১৩ মে (হি.স.) : গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে সামিল হলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয়। সোমবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের রামনগরের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয়। ভোট দেওয়ার পর বন্দারু দত্তাত্রেয় বলেছেন, 'ভোটের অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভোটদান পরিবর্তন আনে।'

রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'আমি এখানে আমার ভোট দিতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোট পরিবর্তন আনে, তাই জনগণের উচিত বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়া এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা। আমি সকল ভোটারদের বিপুল সংখ্যক ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাই।'

সমাজ সংস্কারক বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াকু সত্ত্বা, সমাজ সংস্কারক, মানবাধিকার কর্মী পদ্মশ্রী ভূষিত (ড.) বিরুবালা রাভার প্রয়াণে গভীর মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিরুবালা রাভার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে প্রয়াতার সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের ছবি সহ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে

মারধরের পর বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের অভিযোগ প্রার্থী অমৃতার

কৃষ্ণনগর, ১৩ মে, (হি.স.): কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। পরে সেই কর্মীদেরই নাকি গ্রেফতার করে পুলিশ। এই অভিযোগ নিয়ে থানায় গিয়েছেন

বিজেপি প্রার্থী তথা কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের সদস্য অমৃতা রায়। কোতোয়ালি থানায় এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশের সঙ্গে তাঁর বচসাও হয়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ ডলার। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটারে স্থিতিশীল রয়েছে। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.২৭ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৫২ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৮.০৩ ডলার এ লেনদেন করছে, ০.২৩ ডলার বা ০.২৯ শতাংশ কমে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
কারণ এর জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং নিজেদের খরচের প্রয়োজন হয়। এই লোকদের অযোগ্যতা বিহারের বহু মূল্যবান দশককে নষ্ট করেছে এবং বিহারকে এই ধরনের অযোগ্য লোকদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কংগ্রেস এবং আরজেডি তোষণকে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়েছে। আজকাল ইন্ডি জোটে যুক্ত দলগুলো রামমন্দির নিয়ে বাজে কথা বলছে। তারা রাম মন্দির বর্জন করে জনসাধারণের সাথে তামাশা করছে। এই ধরনের মানুষকে ক্ষমা করা যায় না। কংগ্রেস-আরজেডির অগ্রাধিকার সাধারণ জনগণ নয়, তাদের নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক। যে ব্যক্তি জঙ্গলরাজকে বিহারে নিয়ে এসেছিলেন তিনি পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে সাজা ভোগ করছেন। একটি বিশেষ শ্রেণীকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দিতে হবে বলে বিবৃতি দিয়েছেন তাদের নেতা। যার মানে তারা এখন দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী এবং আদাবাসীদের সম্পূর্ণ সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে দিতে চায় শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীকে। আমিও খুব পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকে এসেছি আর এই কথা শুনে তাদের নিজেদের অস্বস্তি অনেক বেড়ে যায়। কংগ্রেস এবং আরজেডি বাবা সাহেবের ভাবনা বা সংবিধান নিয়ে চিন্তিত নয়। বিহারের মানুষ ইন্ডি জোটকে তাদের অধিকার কেড়ে নিতে দিতে পারে না। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে যতদিন মোদী বেঁচে থাকবেন এই লোকেরা আপনার অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। এই লোকেরা আপনার সংরক্ষণ কেড়ে নিতে পারবে না। তাদের বোঝা উচিত যে সময় চলে গেছে যখন তারা নারীদের দেওয়া সংরক্ষণের কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেছে এবং ভবিষ্যতে এমন কোনো চেষ্টা করা হলে তারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মাননীয় শ্রী মোদী বলেছেন, ইন্ডি জোটের নেতারা মুঙ্গেরিলালের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। ইন্ডি জোটরূপী ভানুমতীর বংশ একসঙ্গে থাকবে না, তাই তারা একটি নতুন ফর্মুলা তৈরি করেছে, যা প্রতিবছর একজন করে প্রধানমন্ত্রী, ৫ বছরে ৫ জন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ইন্ডি জোটের এই ফর্মুলা দেশের উন্নয়ন করতে পারবে না। আরজেডি ও কংগ্রেস নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে তোষণে অনড়। কংগ্রেসের লিখে দেওয়া উচিত যে তারা এসসি, এসটি এবং ওবিসি-র সংরক্ষণ কোনও বিশেষ শ্রেণিকে সংরক্ষণ দেবে না এবং ধর্মের নামে সংরক্ষণ বিতরণ করবে না। তিন সপ্তাহ ধরে কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা মুখে কুলুপ এটেছে। আরজেডি নেতারাও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ও উদ্দেশ্য প্রত্যাখ্যান করছেন না। মোদী বঞ্চিতদের অধিকারের প্রহরী। মোদী সরকার সাধারণ শ্রেণীর লোকজনকে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ দিয়েছে এবং দেশে কোনও উত্তেজনা ছিল না, তবে কংগ্রেস নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ককে সংরক্ষণ দিয়ে দেশে আগুন লাগাতে চায়। কংগ্রেস পার্টি জনগণের সম্পত্তি এক্স-রে করার, বাজেয়াপ্ত করার এবং তাদের ভোটব্যাঙ্ক ভাগ করার পরিকল্পনা করছে। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের। উত্তরাধিকার কর আরোপ করে কংগ্রেস দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু মোদী তাদের তা করতে দেবেন না।

পরিধি বাড়ানোর দাবি

● প্রথম পাতার পর
চাষ করতে গেলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, তা সহজেই অনুমেয়। পাশাপাশি সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকাগুলো ঘুরে দেখা গেছে মরিচ ক্ষেতগুলো প্রায় পুড়ে গেছে, কাকরোল পটল ক্ষেতগুলো যেন কোনভাবে টিকে রয়েছে।
অর্থাৎ সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে এটুকু সহজেই অনুমান করা যায় এ বছরের এই খরাজনিত পরিস্থিতি ঘিলাতলী সহ বিভিন্ন জায়গার কৃষকদের প্রচন্ড ক্ষতির মুখে দাঁড় করিয়েছে।
আগামী দিনে এই সকল বিষয়ে কি চাইছেন? এই সহজ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে গিয়ে কৃষক পরিবারের কৃষক সন্তান বিজয় দাবি করেছেন আগামী দিনে যদি সরকার জলসেচ এর পরিধি আরো কিভাবে প্রসার করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে কৃষি এবং কৃষক বেঁচে যেতে পারে। সরকার সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনা করে জল সেচ নিয়ে আরো পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাক, এমনি দাবি প্রত্যেক কৃষকের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

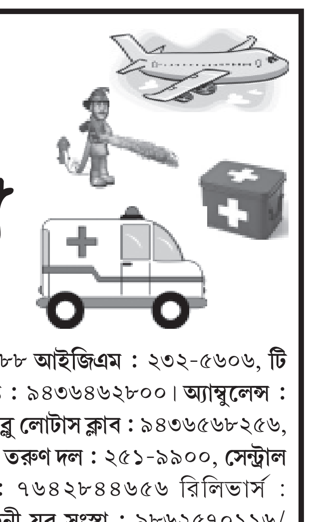

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আটক স্বামী

● প্রথম পাতার পর
কয়েকবার স্বামীর হাতে আহত হয়েছে ওই গৃহবধূ। আর এনিয়ে বেশ কয়েকবার এলাকার মানুষজনদের মধ্যে সালিশি সভাও হয়। কিছুদিন ঠিকঠাক থাকার পর পুনরায় শুরু হতো স্ত্রীর উপর অত্যাচার।
গৃহবধূ জয়া দাস জানিয়েছে, ক্রমান্বয়ে তাকে মারধর করার ঘটনা নিয়ে সোমবার বিকেলে উত্তর দুর্গানগর তার শ্বশুরবাড়িতে একটি সালিশি সভা হয়। এই সভায় গৃহবধূর পিতা নিরুলাল দাস, তার দুই মামা সহ এলাকার কাউন্সিলর এবং পাড়াপড়শিরা ছিলেন। সালিশি সভায় সিদ্ধান্ত হয় গৃহবধূ জয়া দাস কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে যাবে। স্বামী অনুপ সাহার মানসিকতা ঠিক হলে তখন সে আবার আসবে। সালিশি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহবধূ জয়া দাস যখন বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল ঠিক তখন পেছন থেকে অনুপ সাহা একটি দা দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে।
ঘটনার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গৃহবধূ এবং তা দেখে মেয়ের বাবা নিরুলাল দাস মেয়ের শ্বশুর বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর উভয়কে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পাঠানো হয় জিবি হাসপাতালে। হাসপাতালে থাকাকালীন অবস্থায় জয়া দাস জানতে পারেনি তার বাবা নিরুলাল দাস হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। উল্লেখ্য গৃহবধূ জয়া দাসের পাঁচ মাসের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে উত্তর দুর্গানগর এলাকায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে আসে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
ফরেস্টের বনভূমি দখল, অন্যদিকে কাঞ্চনপুরের উদ্বাস্তু ৪০ পরিবার নিজ বসতবাড়ি তৈরি করার উদ্দেশ্যে পানিসাগর পেকিছড়া এলাকায় ফরেস্টের বনভূমি দখল করেছে। এখন দেখার বিষয় বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারগুলির জন্য রাজ্য সরকার কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

চত্বরে

● প্রথম পাতার পর
সংবাদমাধ্যমকে উনকোটি জেলা হাসপাতালের এমএস চিকিৎসক পি দেববর্মা ও চিকিৎসক সুমিত দাস জানান চিকিৎসকরা সব সময় রোগীর ভালো চান কিন্তু সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে মাকে সচেতন হওয়া দরকার। বাচ্চার নড়াচড়া মা ভালো বলতে পারবে। মা যদি বাচ্চার নড়াচড়া সম্পর্কে সচেতন হত, তাহলে এই ধরনের ঘটনা আজ ঘটতো না। আগামীদিনে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য মায়েদের সচেতন হওয়ার জন্য আবেদন করেন জেলা হাসপাতালের এম এস পি দেববর্মা ও চিকিৎসক সুমিত দাস। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর
দাস বলে যারা বেকার যুবক রয়েছে যদি বিজ্ঞানভিত্তিক মাছের চাষ করে তাহলে ভালো টাকা লাভ হবে তাই মাছের চাষ করতে সে সকলকে উৎসাহিত করেছে।
উত্তর ত্রিপুরা জেলা উপ-অধিকর্তা মৎস্য দপ্তর বিজয় রায় জানান, মৎস্যচাষীদের বর্তমান সময়ে কি কি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে তার বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। বিজয় রায় জানান, এপ্রিল এবং মে মাস হলো গুরুত্বপূর্ণ সময় মাছ চাষীদের জন্য। চারা পোনা উৎপাদন করার জন্য এখনই নার্সারি পুকুর তৈরি করতে হবে। যে সকল মৎস্যচাষিরা এখনো তাদের নার্সারি পুকুর তৈরি করেনি তিনি অনুরোধ করেন অবিলম্বে তা করে ফেলতে। নার্সারি পুকুরের জল শুকিয়ে চুন দিতে হবে, ভালো মানের রুই, মৃগেল, কাতলা মাছের রেনু মজুদ করতে হবে ভাল মানের মাছ ৭ সেন্টিমিটার এক কানি পুকুরে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার মজুদ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে নিয়মিতভাবে যেন মাছের খাবার হিসেবে খৈল, চালের গুড়ো, এমওসি বা বাজারে এখন রেডিমেড প্রোটিন ফিড বা পেলেট ফিড পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো খাওয়ানো যেতে পারে। তাহলে মাছের গ্রোথ ভালো হবে তাছাড়া প্রতি তিন মাস পর পর মাছ ধরতে হবে এবং সেগুলো থেকে বড় মাছগুলি বিক্রি করে দিতে হবে এবং সমপরিমাণ মাছের পোনা আবার ছাড়তে হবে।

এমডির

● প্রথম পাতার পর
হয়ে পরে। এবিষয়ে পশ্চিম পানিসাগর পোস্ট অফিসের কর্তব্যরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার টিনা দে বলেন, গত ২৩ সালের মে মাসে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার পর এমডি পূরবী নাথের বিভিন্ন অভিযোগ তাঁর সম্মুখে আসে। এমনকি এমডি পূরবী নাথ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার টিনা দের স্বাক্ষর নকল করে অফিসিয়েলি ব্যবহার করেছেন। তা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার টিনা দে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন।

বৃদ্ধের

● প্রথম পাতার পর
অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে। জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাখা হয়। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে ধর্মনগর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
তবে তিনি কিভাবে কুয়োর মধ্যে পড়লেন তা খতিয়ে দেখছে উত্তর জেলা পুলিশ। মৃত ব্যক্তির ছেলে জানায়, বাড়িতে কোন ধরনের ঝগড়াঝাটি হয়নি। কি কারনে বা কিভাবে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

থানা ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর
ফিরে না আসায় তার পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরেও কোন সন্ধান না পেয়ে মধুপুর থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে অপহরণের মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু আজ ১২ দিন হয়ে গেলেও পুলিশ নাবালিকা মেয়েটিকে খুঁজে বের করে আনতে পারেনি। নাবালিকা মেয়েটির পরিবার প্রতিনিয়ত পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখলেও মধুপুর থানার পুলিশের কোন সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়নি নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনায়।
অবশেষে সোমবার দুপুরে নাবালিকা মেয়েটির পরিবার সহ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মীরা মধুপুর থানা ঘেরাও করে এবং এতদিন হয়ে গেলেও কেন নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি সেই জবাব চাইতে যায়। কিন্তু থানার ওসি উপস্থিত না থাকায় মামলার তদন্তকারী অফিসারের কাছে ঘটনার জবাব চাইতে গেলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ।

উন্নত সুরক্ষা বজায় রাখতে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেল যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত করে তোলার জন্য অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরিভাবে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। চালক ও অপারেটরদের চাক্ষুষ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪-এর এপ্রিল মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজেদের জোনের মধ্যে ২৪টি স্টেশনে ক্ল্যাম্প টাইপ লকিং সহ থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে, জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, দক্ষতা ও সুরক্ষা আরও বৃদ্ধির জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের জোনের মধ্যে একাধিক সেকশনে বিদ্যমান সিগনালিং সিস্টেমে বিভিন্ন আপগ্রেডেশন ও প্রতিস্থাপন করেছে।

ফের এনআরসি-র বিরুদ্ধে জেহাদের হুঁশিয়ারি মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে (হি.স.) : "এনআরসি করতে দেব না। নিরাপত্তা আমাদের দায়িত্ব।" সোমবার বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী সভায় এই হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা বলেন, "মোদী হটাও। বিজেপি হটাও। জয় হিন্দ। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র এই নৈহাটির মানুষ, যিনি 'বন্দে মাতরম' লিখেছিলেন। বাংলাই পথ দেখাব। সরকার তৈরি করতে মদত দেবে। দেখতে হবে, দেশ যাতে বিক্রি না হয়, মায়ের অসম্মান যাতে না হয়।"মমতা বলেন, "বিনা পয়সায় গ্যাস কি পাচ্ছেন? না। তা হলে সব গেলে থাকল কী? এখন বলে বোমা ফাটাব। কী ফাটাল? নাকি ২৬ হাজার জনের চাকরি খেল। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কিল মারার গোঁসাই।"
মমতা বলেন, "আমরা বাংলা, পথ দেখাব। আগামী দিনে জেনে রাখবেন, মোদীর গ্যারান্টি আসছে না। ছোট্ট করে বলি, যাতে বোর না হন। এটা আমাদের ভোট নয়। ২০২১ সালের ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভান্ডার, বিনামূল্যে রেশন, স্মার্টকার্ড করেছি। সবুজসাথী ম্যানিফেস্টোয় ছিল না। তবু দিই। কথা দিয়ে কথা না রাখলে আগেই মৃত্যু হবে আমার। যেটা পারব, ততটাই বলব। আমার জীবন কথার ভান্ডার।"মমতা জানান, গলা বসে গিয়েছে গত দেড় মাস ধরে প্রচার করতে করতে। তবু কিছু কথা বলতে এসেছেন তিনি। এই প্রথম নোয়াপাড়ায় আসেননি তিনি। তিনি বলেন, "পার্থকে আপনারা সকলে চেনেন? ওঁকে ভোট দেবেন। ও রাজ্যের মন্ত্রী। কিন্তু ও বলেছে, আমার মন্ত্রিত্ব চাই না। মানুষের হয়ে কাজ করতে চাই। সংসদে তাঁদের কথা তুলে ধরতে চাই।"মমতা বলেন, "হাজার টাকার বিনিময়ে মায়েদের দিয়ে যা ইচ্ছা লিখিয়ে নিচ্ছে। সন্দেশখালি মোদীর জঘন্য কেলেঙ্কারি। মনে রাখবেন, এ জিনিস যেন না হয়। বাংলা এ সব বরদাস্ত করে না। আমাদের ভাই-বোনেরা একে অপরকে সম্মান করে। যদি কোথাও কোনও ঘটনা ঘটে, আমরা ব্যবস্থা নিই। যদি দাঙ্গা না চান, একটি ভোটও নয় বিজেপিকে। ভোট চলছে। গরমে ভোটের হার একটু কম। যাঁর যাঁর ভোট নিজে দেবেন, যাতে ভোটার তালিকায় নামটা থাকে। ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার।"
সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় সভা ছিল ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের হয়ে প্রচারে আসেন তিনি। ওই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংহ। তাঁর হয়ে রবিবার প্রচার করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বারাকপুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সভামঞ্চ থেকে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থীর নাম না করে তাঁকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মমতা বলেন, "এখানকার প্রার্থীর নামের বিষয়ে কথা বলতে চাই না। ছেলেকে দিয়ে উল্টো ছবি কেন দিলেন? রবীন্দ্রনাথের ছবিটাও চেনা যায় না? বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ছবি উল্টে দিতে হয়? সোজা করে দিতে পারেন না? ছবি যখন দেয়, বলে মোদীজির জিন্দাবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জিন্দাবাদ বলে না।"
মমতা বলেন, "রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান শান্তিনিকেতন বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এটা নতুন নয়। কেন জানেন, বাংলার সংস্কৃতি ওরা জানে না। আমরা কিন্তু দেশের সংস্কৃতি জানি। আমরা বলি, এ মাটি আমাদের গর্ব।" এর পর নিজের লেখা ছড়া বলেন মমতা।মমতা বলেন, "নোয়াপাড়ায় খুব প্রিয় ছেলে ছিলেন। বিকাশ বোস। আমি তখন যুব কংগ্রেসে। সে-ও ছিলেন। পুরো মৃত্যুকাণ্ড চাপা দেওয়া হয়। সিপিএম আমল। নাম বলব না। আপনারা গেস করুন। কে করেছিল। সিপিএম আমলে অনেকে বেঁচেছিল। এখন বিজেপি আমলে সাত খুন মাফ অ্যাডজাস্ট করলেই। বিজেপি ওয়াশিং মেশিনে কালোরা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসছে।"মমতা বলেন, "এক জন স্বজন আছে। জেলে বসে খুনের পরিকল্পনা করে। যেমন বিকাশকে করেছিল। এদের ছুঁতে নেই। আমাদের সঙ্গে ছিল। মাঝে এসেছিল, ভেবেছিলাম বদলেছিল। ময়লা যায় না ধুলে, কয়লা যায় না মুলে। বলছে আমরা চোর। এত বিজ্ঞাপন দিচ্ছিস কী করে? সকাল থেকে মোদীর মুখ আর প্রচার। এদিকে ১০০ দিনের লোকের টাকা নেই। আমরা দেব। ভাটপাড়া মিল আমরা খুলিয়েছি।"মমতা বলেন, "গত বছরের লোকসভা নির্বাচন মনে আছে? দাঙ্গা লাগিয়েছিল। আমি ছুটে এসেছিলাম। আমায় গালাগাল দিয়েছিল। আমি থামিনি। সব পার্টি অফিস রং করিয়েছি। সব জায়গায় একা ঘুরে বেড়িয়েছি। আয় কত ক্ষমতা আছে? আমি একটা লড়তে পারি।"মমতা বলেন, "দোষ প্রধানমন্ত্রীর নয়। তিনি জানেন না। দোষ তাঁর, যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। যাঁর কথায় প্রার্থী করা হয়েছে।" এর পর মমতা 'তুমি কি কেবলই ছবি' আবৃত্তি করেন।

কেষ্ট-হীন বীরভূমে অস্তিত্ব রক্ষায় নিজের এলাকায় পড়ে কোর কমিটির নেতারা

বোলপুর, ১৩ মে (হি.স.) : বীরভূমের দু'টি আসনেই প্রার্থী বদল করেনি তৃণমূল। কিন্তু ভোট করাবে কে? কেষ্টদা যে নেই। তাই দাদার দাওয়াইও নেই। এ বার ভোট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ছয় জনের কোর কমিটি। কেষ্ট হীন এ বারের লোকসভা ভোটের লড়াই যে কঠিন, মানছেন দলের প্রার্থী থেকে কর্মীরা।তাই ভোটের দিন সকাল থেকেই বোলপুর নিচুপট্টির তৃণমূলের পার্টি অফিস যেন তুলনায় অনেক ম্লান। কোন তাপ উত্তাপ নেই।
লোকসভা বা বিধানসভা, ভোট এলে দাওয়াই দিতেন কেষ্ট ওরফে অনুব্রত মণ্ডল। কখনও 'গুড় বাতাসা', কখনও 'পাঁচনের ঘায়ে উর্বর জমি চাষ'। আবার 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে' বা 'রাস্তায় উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে'র মতো ভোকাল টনিকে চনমনে থাকতেন কর্মীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে খাইয়ে দাইয়ে ঘরে ভরে রাখা হোক কিংবা বেলা গড়ালে হাত চালাতে হবে, এমন 'কোড' এর মানে বুঝতেন কর্মীরা। কেষ্ট নেই ঠিকই, তবে একদিন বেরিয়ে আসবে। তত দিন ওর মতো করেই সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ছয় সদস্যের কোর কমিটির সকলেই কেষ্টর 'কলাকৌশল' খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তবুও কি তাঁর বিকল্প হওয়া সম্ভব?
দলনেত্রীর করে দেওয়া ৬ সদস্যের কোর কমিটিকে আগেই নিজের নিজের এলাকা ভাগ করে দেয় দল। তার মধ্যে বিকাশ রায়চৌধুরী - সিউড়ি, দুবরাজপুর। রানা সিং - লাভপুর, সাঁইথিয়া। চন্দ্রনাথ সিংহ - বোলপুর, ইলামবাজার, মুরারই। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় - রামপুরহাট, মহঃবাজার। কাজল শেখ - নানুর, আউসগ্রাম, কেতুগ্রাম।সুদীপ্ত ঘোষ - বোলপুর, খযডাশোল।
সোমবার নির্বাচনে দিন সকাল সকাল সকলেই নিজের এলাকায় ভোট দিয়ে রওনা দিয়েছেন নিজের এলাকায়। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিং বোলপুরের বুথে ভোট দিয়ে ইলামবাজার হয়ে সোজা মুরারই চলে যান সেখানেই পার্টি অফিসে বসে দিনভর ভোট পরিচালনা করেন। শুধু বোলপুর থেকে রওনা হবার আগে বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের পার্টি অফিসে একবার ঘুরে যান। উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রামপুরহাট বিধানসভা এলাকার বাইরে যান নি। সারাদিন পার্টি অফিসে বসে ভোট পরিচালনা করেন। বিকাশ রায়চৌধুরী সকালে ভোট দিয়ে সিউড়ি এসে পার্টি অফিসে হাজিরা দেন। সেখান থেকে সোজা চলে যান দুবরাজপুর। পার্টির দুর্বল এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে বসে ভোট পরিচালনা করেন।অনুব্রত মণ্ডল যেমন পার্টি অফিসে বসে ৪/৫ টা ফোন থেকে এক এক ব্লক নেতা কে ফোন করতেন আর হাত চালিয়ে ভোট করতেন। ঠিক তেমনই আর কেউ নেই। জেলা পৌর এলাকার পৌর প্রধান দের ফোন করে রীতিমতো লিড বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতেন।
কিন্তু কৌশলগত ভাবে রানা সিং লাভপুরে বসে অনেকখানি অনুব্রত স্টাইলে ভোট করে নিজের গড় সামলে ফেলেছেন বলে খবর। তবে মরা গাঙে জোয়ার আনতে সুযোগ কে মোক্ষম কাছে লাগালো কাজল শেখ। নানুরের গড়ে বসেই জেলার ভোট পরিচালনা করে বাজিমাত করতে চাইলো। অনুব্রত মণ্ডলের মত নিজের বাড়িতে বসেই ফোনে চমকে গেলেন একাধিক নেতা কে। লিডের লক্ষ্য বাতলে দিলেন স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।
অন্যদিকে কোর কমিটির সদস্য বোলপুরের বাসিন্দা সুদীপ্ত ঘোষ ঘোলাজলে মাছ ধরতে কেষ্ট অস্ত্রে শান দিলেন। দলের কাউন্সিলর কে কাজে লাগিয়ে বাতাসা বিলি করলেন। বোলপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে গোয়ালপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী বাবু দাস বিলি করছেন বাতাসা, নকুলদানা, পানীয় জল। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা থালাভর্তি বাতাসা, নকুলদানা নিয়ে হাতে হাতে বিলি করছেন। সাধারণ ভোটারদেরই দেওয়া হচ্ছে তীব্র গরমে শীতল থাকার এসব দাওয়াই। ঠিক যেমনটা হতো অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে ভোট পর্বে।
যে পার্টি অফিসে ভোটের দিন অনুব্রত মণ্ডলের উপস্থিতিতে নেতা কর্মীতে থিক থিক করতো। সেখানে আজ প্রায় ফাঁকা। সারা দিন বড় নেতারা নিজেদের গড় রক্ষা করতে ব্যস্ত। তাই মাঝারি নেতা কাউন্সিলরা পার্টি অফিসে ঢোকার মুখে সিঁড়ির কাছে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। কখন বড় নেতারা আসবে। তবে তারা উপরে দোতলায় ঘরে যাবে। যেখানে কেষ্ট মণ্ডল বসতো। অথচ আগে কেষ্ট চেযারের পাশে বসতো একাধিক বড় নেতা। ভোটের দিন সকাল থেকেই পার্টি অফিসের একতলার ঘরে চলতো খাওয়া দাওয়া। হই হই ব্যাপার। আজ সব উধাও।

বেঙ্গলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভারত বিকাশ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : সারা বিশ্বে উষ্ণায়নের প্রভাব অব্যাহত। ফলে দিন দিন বাড়ছে তাপমাত্রা। কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে।
গাছ পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করে। সোমবার পল্টন বাজারে অবস্থিত বেঙ্গলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভারত বিকাশ পরিষদ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে এভাবেই মতামত তুলে ধরেছেন নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা ভারত বিকাশ পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ড় সমুদ্রগুপ্ত কাশ্যপ।
বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সমুদ্রগুপ্ত বলেন, বনাঞ্চল ও সবুজের পরিমাণ প্রতিদিন দ্রুতহারে কমছে। শহরাঞ্চলে বড় বড় বৃক্ষ কেটে রোপণ করা হচ্ছে শোভাবর্ধনকারী গাছ। নিয়ম না মেনে ভরাট করা হচ্ছে জলাশয়। ফলে তাপ প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যাওয়া সহ খাদ্যশৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। বিপদের মুখে পড়েছে জৈববৈচিত্র্য।
তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার বাসিন্দা পদ্মশ্রী দুখু মাঝির প্রসঙ্গও। বলেন, পেশায় দিনমজুর নিজের জেলায় গাছ দাদু নামে পরিচিত। অন্যের কোনও সাহায্য ছাড়াই নিজের উদ্যোগে বছরের পর বছর গাছ লাগিয়ে চলেছেন। সবুজ ভবিষ্যতের জন্য বৃক্ষরোপণে সচেতনতা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ জেলা পুরুলিয়ায় বিগত পাঁচ দশক ধরে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন গাছ দাদু। তাই ভারত সরকার পরিবেশ রক্ষায় তথা সামাজিক কাজে অবদান রাখার জন্য তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী দ্বারা ভূষিত করেছে।
ভারত মাতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাই সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গুয়াহাটিতে কর্মরত বিজ্ঞানী ড় মলয়জ জয়রাজ ভট্টাচার্য বলেন, ফুলগাছ নান্দনিকতা বাড়ায়। তবে ফলদ গাছ হলে তা পাখি সহ অন্যান্য প্রাণীর জন্য আশ্রয় ও খাবারের উৎস হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক মানুষের গাছ লাগানো উচিত। তবে পরিবেশ রক্ষায় ছোট---বড় সব ধরনের গাছের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।উপস্থিত স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষরোপণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।
ভারত বিকাশ পরিষদ---এর অসম প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক নির্মলকান্তি দে বলেন, সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারত বিকাশ পরিষদ। প্রকৃতির সঙ্গে ভারত বিকাশের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্যই বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রিজিওনাল সেক্রেটারি (সম্পর্ক) বিশ্বজ্যোতি দে বলেন, শুধু বৃক্ষরোপণ করলে পরিবেশ নিয়ে সচেতন হওয়া যায় না। রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিচর্যার বিষয়ে সচেতন হওয়াও জরুরি। বেঙ্গলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে রোপণ করা বৃক্ষচারার পরিচর্যার দায়িত্ব নেবে পরিষদ। এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এ মাসেই জালুকবাড়িস্থিত আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে ভারত বিকাশ পরিষদ অসম প্রান্তের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কার্যসূচি হাতে নেওয়া হবে বলে জানান বিশ্বজ্যোতি।আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন ভারত বিকাশ পরিষদের অসম প্রান্ত সভাপতি শান্তাল মিত্তাল, বেঙ্গলি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষা নাজরানা রহমান হাজরিকা, স্কুল পরিচালন সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক সঞ্জয় গুপ্তা, শিক্ষিকা অনুরাধা পাত্র প্রমুথ।উল্লেখ্য, আজ সোমবার স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ফল এবং ঔষধি ৭০টি বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে পরিষদের পক্ষ থেকে। আগামী এক বছর রোপণ করা চারাগুলির পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়া হয় ভারত বিকাশের অসম প্রান্তের পক্ষ থেকে।

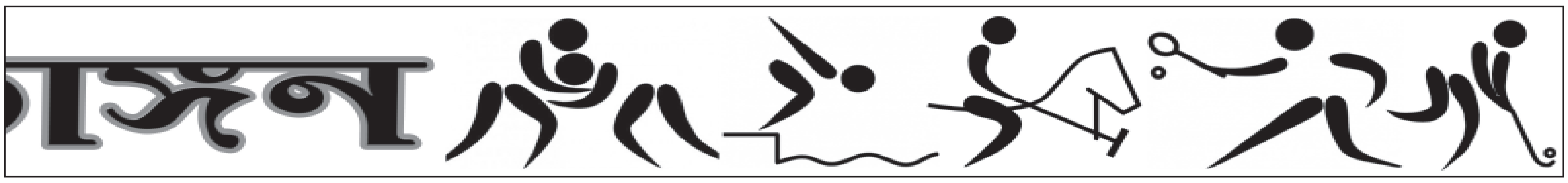

বলে-ব্যাটে দাপুট খেলে ওপিসিকে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ পেল বিসিসি

বি সি সি-৯৬ ও পি সি-১০০/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো ও পি সি। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে এসে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে। সোমবার পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে ও পি সি ৭ উইকেটে পরাজিত করে দুর্বল বি সি সি-কে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে বি সি সি-র গড়া মাত্র ৯৬ রানের জবাবে ও পি সি ৩ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রীতায়ন দে ৪ উইকেট দখল করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় শুরু থেকেই চাপে পড়ে বি সি সি। তবে শুরুতেই অর্কজিৎ সাহাকে হারানোর পর দীপঙ্কর ভাটনাগর এবং অর্কপ্রভ ঘোষ দলের লাগাম ধরেছিলেন। একসময় দলের স্কোর ছিলো ১ উইকেট ৫৪ রান। এরপর থেকেই নামে ধস। আর তাতেই গুটিয়ে যায় অল্প রানে। বি সি সি-কে অল্প রানে গুটিয়ে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন রীতায়ন ,অর্কজিৎ দাস এবং মনিষ মাউরা। ওই ত্রয়ীর ভেলকিতে কুপোকাৎ বি সি সি। দলের পক্ষে অর্কপ্রভ ঘোষ ২৬ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, প্রলয় দাস ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, দীপঙ্কর ভাটনাগর ৩৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং পরমজিৎ ঘোষ ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ও পি সি-র পক্ষে রীতায়ন দে ৩১ রানে ৪ টি, অর্কজিৎ দাস ১৭ রানে ৩ টি এবং মনিষ মাউরা ২৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দলীয় ২০ রানের মাথায় নবারুন চক্রবর্তীকে (৯) হারানোর পর রাহুল চন্দ্র সাহা-র সঙ্গে রুখে দাঁড়ান ঋতুরাজ ঘোষ রায়। রাহুল শুরু থেকেই ছিলেন মারমুখি মেজাজে।

ওই জুটি ৩৪ বল খেলে ৫৪ রান যোগ করেন। ঋতুরাজ ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে রণদীপ পালের দ্বিতীয় শিকার হয়েছেন। রাহুল ২৮ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রান করে প্রলয় দাসের বলে সম্রাট বিশ্বাসের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন। শেষ পর্যন্ত ১৫.৩ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ও পি সি। রীতায়ন ১৭ বল খেলে ১০ রানে এবং উৎকর্ষ পাল ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যান। বি সি সি-র পক্ষে রণদীপ পাল ২১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে সবকটিতে পরাজিত হয়েছে বি সি সি। প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে ঋতায়ন।

প্রখর, স্বরবের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জয় অব্যাহত রেখে শীর্ষে হার্ভে

হার্ভে-৩৪৫/৮ ইউ বি এস টি-২১৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যবহত রাখলো শক্তিশালী হার্ভে। টানা ৪ ম্যাচে জয় পেয়ে রান রেটে শীর্ষে বিশ্বজিৎ পালের দল রয়েছে শীর্ষ স্থানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোমবার হার্ভে ১৩০ রানে পরাজিত করে ইউনাইটেড বি এস টি-কে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে হার্ভের গড়া বিশাল ৩৪৫ রানের জবাবে ইউ বি এস টি ২১৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের প্রখর ভার্মা শতরান করেন। এছাড়া দলনায়ক রিয়াজ উদ্দিন এবং স্বরব সাহানি অর্ধশতরান করেছেন। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লপাভ করে শুরু থেকে দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন হার্ভের ব্যাটসম্যান-রা। শুরুতে প্রখর, রিয়াজ এবং শেষটা করেন স্বরব। ওই ত্রয়ীর দাপটে হার্ভে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩৪৫ রান করে। এদিন ব্যাট হাতে দুরন্ত শতরান করেন প্রখর। ১০৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৬ রান করেন।

এছাড়া স্বরব সাহানি ২৮ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫, দলনায়ক রিয়াজ উদ্দিন ৫১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, অলটামাল ৪৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, আরমান হোসেন ৪০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ এবং সাহিল সুলতান ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। ইউ বি এস টি-র পক্ষে এস এ সিন্ধে ৬৬ রানে ৪ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ইউ বি এস টি ৩৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে এস এ সিন্ধে ১৬৩০৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, সুকান্ত রিয়াং ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, মনোজিৎ দাস ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং সমীর দেববর্মা ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। হার্ভের পক্ষে প্রভাত যাদব ৩২ রানে ৩ টি, প্রখর ভর্মা ২৩ রানে এবং স্বরব সাহানি ৪২ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন।

বিলোনিয়া আন্তঃ স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে জয় পেলো জয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হল আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

সোমবার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করলো জয়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। তারা পরাজিত করল আমজাদ নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে আয়োজিত উদ্বোধনী ম্যাচে এদিন আমজাদ নগরকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে জয়পুর। সকালে দুই দলের লড়াই শুরু হবার আগে আমজাদ নগর টসে জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে নয়জন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে সংগ্রহ করে ৯২ রান। তাদের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে জয়পুরের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৩৭ রান ছিল উল্লেখযোগ্য।

সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় এর অপরাজিত ২৬ রান ও শেষদিকে ইনুচ নবীর ১৩ রান ছাড়া দলের আর কোন ব্যাটসম্যান এর পক্ষে এক অংকের রানের গন্ডি টপকানো সম্ভব হয়নি।জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সুজন ভৌমিক সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেয়। এছাড়া দুটি উইকেট পেল উদয় মিত্র। জবাবে জয়ের জন্য ৯৩ রানে টার্গেট নিয়ে জয়পুর ব্যাট করতে নেমে তিনজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। প্রথম সারির তিন ব্যাটসম্যান রাজ মজুমদার(১৮) সাগ্নিক ভৌমিক(৩৮*) ও শুভম রায়ের(১৭) হাত ধরেই এদিন কার্যত সহজ জয় পেল জয়পুর। পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় সর্বোচ্চ দুইটি উইকেট নেয়।

রকি ৬ উইকেট পেলেও চলমান সংঘকে হারিয়ে কসমোপলিটনের কস্টার্জিত জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্বাস রুদ্ধকর জয় পেয়েছে কসমোপলিটন। তবে এই জয়কে যথেষ্ট কষ্টার্জিত বললে অত্যুক্তি ঠেকবে না।

কেননা লো স্কোরিং ম্যাচে উইকেট পতনের বহর দেখে মনে হয়েছে, বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে কসমোপলিটন ঠিক ১ উইকেট এর ব্যবধানে চলমান সংঘকে পরাজিত করেছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন টুর্নামেন্ট।

চতুর্থ দিনের খেলায় টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বোলারদের ফেভারিট উইকেট। স্বাভাবিক কারণে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়েও চলমান সংঘ ব্যাটে বলে যোগাযোগ তৈরি করে তেমন স্কোর দাঁড় করাতে পারেনি।

৩২.৪ ওভার খেলে চলমান সংঘ ৭৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রঞ্জিত দেববর্মা সর্বাধিক ১৭ রান পায়। কসমোপলিটনের শুভম ৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সেরে নিয়েছে। চন্দন রায় পেয়েছে দুটি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ৪৮ রানের মধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে প্রমাদ গুনতে শুরু করে। চন্দন রায় সর্বাধিক ১৮ রান পায়। এছাড়া, বাবুল দে ১৭ রান সংগ্রহ করেছে। তবে শেষ দিকে তন্ময় ঘোষ যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে উইকেটে টিকে থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে নেয়। ২০.৫ ওভার খেলে কসমোপলিটন জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহে সক্ষম হয়। চলমান সংঘের রকি একা ছটি উইকেট তুলে নিলেও স্বল্প রানের টার্গেট হওয়ায় কসমোপলিটনের জয় রুখতে পারেনি।

কৃষ্ণধন নমঃ ২টি ও দেবোত্তম ঘোষ একটি উইকেট পেয়েছিল। বিজয়ী দলের শুভম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জাতীয় ফুটবল : আসাম থেকে ৬ গোল হজম করে কার্যত ছিটকে গেলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপ্রত্যাশিত পরাজয় রাজ্য দলের। কার্যত ছিটকে গেলো ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরে অনুষ্ঠিত হবে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় অনূর্ধ-২০ বালকদের ফুটবল আসর থেকে। ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মিশন মাঠে মঙ্গলবার বিকেলে অসমের মুখোমুখি হয়েছিলো ত্রিপুরা। শুরুতে ত্রিপুরা অনেকটা ভালো খেলার চেষ্টা করলেও ম্যাচ যতটা গড়িয়েছে ততই পিছিয়ে পড়েছে রাজেশ রায় চৌধুরির ছেলেরা। ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৬-০ গোলে। দুই অর্ধে ত্রিপুরা তিনটি করে গোল হজম করে। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার শুভেনজিৎ সিনহা বলেন, 'শুরুতেই যদি দলনায়ক অমিত জমাতিয়া সহজ সুযোগ হেলায় নষ্ট না করতো তাহলে ম্যাচ জমতো। জন জমাতিয়ার থ্রু পাস থেকে অমিত সহজ সুযোগ নষ্ট করে গোটা দলের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। এছাড়া জঘন্য গোলকিপিং করেছে গোলরক্ষক প্রদীপ্ত চক্রবর্তী'। ১৫ মে আসরের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। এদিকে সোমবার সকালে জি গ্রুপের অপর ম্যাচে অরুণাচল প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে।

যোগা কোচিং ক্যাম্প সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন দিনব্যাপী যোগা কোচিং ক্যাম্প সম্পন্ন হলো সোমবার। পল্লী মঙ্গল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ যোগা প্রাইমারি বডি ও কোচিং সেন্টারে, পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তিন দিনের এই কোচিং ক্যাম্পের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া, অন্যান্যদের মধ্যে রাজ্য যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সম্পাদক যীশু চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা ব্লক চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সুকান্ত চক্রবর্তী, ভাইস প্রিন্সিপাল শিপ্রা রায়, পশ্চিম জেলা যোগাসন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় অতিথিবৃন্দ প্রত্যেকেই উদ্যোক্তাদের ভূয়ষী প্রশংসা করে তা নিয়মিত জারি রাখার আহ্বান জানান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সরব এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: সোমবার বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরব হয়েছে এআইডিএসও। রাজ্যের দেড় শতাধিকেরও বেশি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে নবম শ্রেণী থেকে আচমকা ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাদানের একতরফা সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিএসও, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি শিক্ষা ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদিনের বিক্ষোভে দাবি তোলা হয় উন্নয়নের নামে সরকারী স্কুল থেকে কোনোরকম চাঁদা আদায় করা চলবে না, প্রথম শ্রেনী থেকেই ইংরেজি বিষয়কে যত্ন সহকারে পড়াতে হবে, ছাত্রছাত্রীদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে, শিক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয় ছাত্র শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষাবিদদের আলাপ আলোচনাক্রমেই ঠিক করতে হবে।

বিক্ষোভ সভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য্য বলেন, সরকার যতই শিক্ষার উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছে ততই শিক্ষার দুর্দশার চিত্র জনসমক্ষে ওঠে আসছে। সরকার অবৈজ্ঞানিকভাবে কোনোরকম প্রশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াই আচমকা এবছর নবম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা দিশাহীন হয়ে পড়ে। এভাবে অতীতের বিজ্ঞানসম্মত ও সহজতর মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। এরা হন্যে হয়ে অবিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে ভর্তির জন্য ছুটছে।তিনি আরো বলেন, স্কুল ডেভেলপমেন্ট ফি দিতে না পারায় গরীব সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক স্বল্পতার ফলে স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না। এভাবে সরকারের একতরফা সিদ্ধান্তের দরুন সরকারী শিক্ষার মান একেবারে তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।পরিশেষে, সরকারী শিক্ষা বাঁচাতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ সকল অংশের জনগণকে রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকাররের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

চলন্ত রেল থেকে ছিটকে পড়ে আশঙ্কাজনক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: উদয়পুর মাতাবাড়ি যাওয়ার পথে চলন্ত রেল থেকে ছিটকে পড়ে আশঙ্কাজনক এক যুবক। সাথে সাথে তাঁকে উদ্ধার করে সানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে রেলে করে পরিবারের সাথে উদয়পুর মাতাবাড়িতে যাচ্ছিলেন আগরতলা রাধানগর এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ আচার্য্য (২১)। হঠাৎ বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় আসতেই চলন্ত রেল থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছে সন্দীপ। সাথে সাথে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রির অভিযোগে বন্ধ দোকান, মালিকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ মে: আচমকায় বিশালগড়ের মায়া বেকারিতে হানা দিলো প্রশাসন। পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে দোকান বন্ধের নির্দেশ দিলো ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।খাবারের নামে বিক্রি করা হচ্ছে বিষ। রাজ্যে আগাছার মত গজিয়ে উঠেছে খাবারের দোকান। একাংশ মাফিয়ার দ্বারা পরিচালিত এই দোকানগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পচা এবং নোংরা প্যাকেটজাত খাবার। এমনই একটি দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং পঁচা খাবার রাখার অভিযোগের সত্যতা পেয়ে বিশালগড়ের মায়া বেকারি নামে একটি কেকের দোকানকে বন্ধ করে দিল বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন।সোমবার বিশালগড় মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে ফুড ইন্সপেক্টর বিজয় কুমার দাস সহ মহকুমা প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল অভিযান চালায় বিশালগড় স্টেট ব্যাংকের বিপরীতে অবস্থিত মায়া বেকারিতে।

অভিযানে দোকানে প্যাকেটজাত মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সহ অন্যান্য অনিয়ম থাকার বিষয়টি নজরে আসে প্রশাসনিক আধিকারিকদের। তাছাড়াও এই বেকারীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ফুড কালার ব্যবহার করার বিষয়টি উঠে আসে প্রশাসনিক অভিযানে। এরপর দোকানের শাটার নামিয়ে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। গোটা বিষয়ে খাদ্য দপ্তর একটি মামলা নথিভুক্ত হয় দোকান মালিকের বিরুদ্ধে বলে জানিয়েছেন ডি সি এম প্রসেনজিৎ দাস।উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের আনাচে-কানাচে আগাছার মতো গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন খাবারের দোকান। এই দোকানগুলোতে সঠিকভাবে প্রশাসনিক নজরদারি না থাকায় খাবারের নামে সাধারণ মানুষের হাতে বিষ তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। খাবারের দোকানে এই ধরনের গাফিলতির জেরে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। এখন দেখা খাবারের নামে বিষ বিক্রি করা এই বেকারীর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে খাদ্য দপ্তর।

নিজ ঘর থেকে মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ মে: সোমবার বিকেলবেলা কৈলাসহর পাখিরবাদা ৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক গৃহবধূ ফাঁসিতে আত্মহত্যা করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ওই এলাকার বাসিন্দা দিবাকর নম বিগত চারমাস পূর্বে কুমারঘাট থেকে সুনিতা নম নামে এক যুবতীকে সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহ করেন। বর্তমানে ওদের সংসার ভালোই চলছিল। এমনকি সুনিতা নম বিগত এক মাস পূর্বে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যায়। রবিবার সুনিতা নম বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে চলে আসে। দিবাকর নম দিনমজুরির কাজ করেন প্রতিদিনের মতো আজ সকালবেলা তিনি কাজে চলে যান। আজ বিকেলবেলা উনাকে ফোন করে উনার পরিবারের লোকেরা জানায় যে উনার স্ত্রী ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে কি কারনে ওই গৃহবধূর ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। স্থানীয়দের কাছ থেকে আরোও জানা যায় যে আজ বিকাল বেলা দিবাকর নমর বাড়িতে কেউ ছিল না। তখন সুনিতা নম উনার নিজ ঘরে একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে সিলিং ফ্যানের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ে। এরপর দিবাকর নমর পরিবারের লোকেরা ঘরে এসে সুনিতা নমকে ডাকাডাকি করলে কোন সারা পায়নি। এরপর উনারা দেখতে পায় সুনিতা নমঃ ঘরের দরজা বন্ধ করে একটি কাপরের টুকরো দিয়ে সিলিং ফ্যানের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর মহিলা থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর মহিলা থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি মৃত সুনিতা নমর মৃতদেহ কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে। আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার ময়নাতদন্ত করার পর পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার শনিছড়া থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতদেহটির ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, স্থানীয় সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহকুমার শনিছড়া থেকে একজন অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে উত্তর জেলার আরক্ষা দপ্তর এবং অগ্নি নির্বাপক সংস্থা।জানা যায় ধর্মনগর মহকুমাধীন শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সন্ধ্যার পর একটি অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ পাওয়া যায়। ধর্মনগরের অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর লোকেরা সেই মৃতদেহ নিয়ে এসে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে মর্গে রাখা হয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কোন ধরনের পরিচয় জানা যায় কিনা তার চেষ্টা করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে নির্দেশ অনুযায়ী বৃদ্ধাকে অন্তেষ্টিক্রিয়া করা হবে।

স্থলবন্দরে কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের আশ্বাস মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ মে (হি.স.): বনগাঁয় সীমান্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত স্থলবন্দর কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অধীনে নিয়ে আসায় এবং রাজ্য সরকার তার কর নেওয়ায় বনগাঁ পুরসভার তরফে স্থলবন্দরের কাজেযুক্ত হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। সোমবার বনগাঁয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এদিনের প্রথম সভায় প্রসঙ্গটি তোলেন।মমতা জানান, বিশ্বজিৎ (এবার লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী) যদি জেতে তবে আমি, বিশ্বজিৎ, মমতাবালা সবাই একসঙ্গে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব। যাতে ওদিকটাও ঠিক থাকে। আর গরীব মানুষগুলোরও কর্মসংস্থান হয়। বনগাঁয় কী কী হয়েছে, তা জানান মমতা। ঠাকুরনগরের উন্নয়ন, গাইঘাটার উন্নয়ন বনগাঁ পুলিশজেলার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "যা কাজ হয়েছে, তা বলতে অনেক সময় লাগবে। বিজেপি তো বলছে কিছু কাজ হয়নি। তাই কয়েকটা বলছি।"মমতা বলেন, "সন্দেশখালির মা বোনেদের অসম্মান করার জন্য টাকা খরচ করছে, মদ দিচ্ছে, বোমা-গুলি-পিস্তল দিচ্ছে। যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। আমি ওদের বলি একটা মা-বোনেদের সম্মান চলে গেলে সেই সম্মান ফিরবে না। মা-বোনেদের নিয়ে এই চক্রান্তের খেলা খেলবে না। নরেন্দ্র মোদী জেনে রাখ, আমাদের এখানে মা বোনেদের গায়ে হাত দিতে গেলে সবাই ভয় পায়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ এক যুবকের বিরুদ্ধে, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ মে: রবিবার রাতে প্রতিবন্ধী এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অযথা রাস্তায় ফেলে প্রচন্ডভাবে মারধর করার ঘটনায় সিঙ্গিছড়ার কাঁঠাল টিলা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে। রাতেই ওই প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জিতু রঞ্জন ঘোষকে(৬০) খোয়াই জেলা হাসপাতাল নিয়ে এসে ভর্তি করানো হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিঙ্গিছড়ার কাঁঠালটিলা এলাকার বাসিন্দা জিতু রঞ্জন ঘোষ নিজে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও পরিবার লালন পালনের জন্য তিনি সিঙ্গিছড়া পেক্স বাজারে একটি টিফিনের দোকান খুলে ব্যবসা করতেন। রবিবার রাতে দোকান বন্ধ করে ধীরে ধীরে তিনি বাড়ি যাবার পথে ওই গ্রামেরই বখাটে যুবক বিপ্লব আচার্য্য প্রতিবন্ধী ব্যবসায়ীকে অযথা কিল ঘুসি লাথি মেরে মাটিতে ফেলে প্রচন্ডভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। ওনার চিৎকারে আশপাশের মানুষজন ছুটে এলে সে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনায় জিতু রঞ্জন ঘোষের স্ত্রী খোয়াই থানায় অভিযুক্ত যুবক বিপ্লব আচার্য্যরে বিরুদ্ধে একটি মামলা আদায় করেন। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গাঁজা পাচারকালে আটক চার যুবক, ৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ মে: গাঁজা পাচারকালে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে আটক চার যুবক। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৩০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা হবে জানিয়েছোন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথ।তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজীব দেবনাথ জানিয়েছেন, রানী কমলাবতী এক্সপ্রেসে করে বহি:রাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে একটি অটোতে করে রবিবার রাতে তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনে এসেছিলেন চার যুবক। তখন সন্দেহমূলকভাবে পুলিশ অটোটি আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে চার ব্যক্তির ব্যাগ থেকে ৩০ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা হবে।তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন, রাহুল দাস, গোপেশ দেবনাথ, রাজু দাস, শান্ত দাস। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশের জারি থাকবে।

রেশন দোকানের ডিলারদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বৃক্ষরোপণ উৎসব সংগঠিত করল রেশন সপ ডিলাররা। এ ধরনের কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে তারা সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে। ভবিষ্যতেও তারা এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসবে বলে জানিয়েছে। ধর্মনগর মহকুমা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন কমিটির বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ২৫০-৩০০ এর অধিক গাছের চারা লাগানো হয় এই চারটা বিধানসভার মধ্যে। ধর্মনগর মহকুমা ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন কমিটির উদ্যোগে ডি.এন.ভি স্কুল ময়দানের পাশে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উনাদের এই মহৎ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। ক্লিন ধর্মনগর, গ্রিন ধর্মনগর, লাভ ধর্মনগর এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রেশন শপ ডিলাররাও এগিয়ে এসেছেন। এইভাবে সর্বস্তরের জনগণ এগিয়ে এলে অন্তত পক্ষে গ্রিন ধর্মনগর সফল করে প্রকৃতির রুদ্ররোষ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে ধর্মনগরকে রক্ষা করা যাবে।বিজ্ঞানীদের অভিমত এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে এক লক্ষ কোটি গাছ কমতি আছে। উনাদের আরো অভিমত এই এক লক্ষ কোটি গাছ লাগানোর মত পৃথিবীতে জায়গা আছে কিন্তু মানুষের মনে সে জায়গা বা উৎসাহ নেই। পৃথিবী এবং মানব সভ্যতা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যকুল নির্বিকার। তাই এই বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহন করেছে তারা।

প্রয়াত তেজপুরের প্রাক্তন সাংসদ আমলা ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা

তেজপুর (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : তেজপুরের প্রাক্তন সাংসদ, অবসরপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের আধিকারিক ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা। আজ সোমবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে নয়াদিল্লির ফোর্টিস এসকর্টস হার্ট ইনস্টিটিউটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি রেখে গেছেন পত্নী ছায়া হাজরিকা সহ দুই ছেলে, এক মেয়ে এবং বহু আত্মীয় পরিজন।১৯৩৭ সালে উত্তর লখিমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা। তাঁরা বাবা প্রখ্যাত আইনজীবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী তীর্থেশ্বর হাজরিকা এবং মা মোক্ষদা দেবী। প্রয়াত হাজরিকাও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।অত্যন্ত মেধাবী ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকা মাধ্যমিক পরীক্ষায় টপার ছিলেন। এর পর গুয়াহাটির কটন কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন তিনি। তিনি ইউনাইটেড কিংডম থেকে ব্যারিস্টার ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন। তিনি লিঙ্কনস ইন-এর সদস্যও ছিলেন।প্রয়াত হাজরিকা ভারত সরকারের এমএমটিসি-র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনটিপিসি-র ডিরেক্টর, আসাম স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার, গ্যাস অথোরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং স্টিল অথোরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন। এরই মধ্যে ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজস্ব বিভাগের শীর্ষ পদে কার্যনির্বাহ করেছেন ঈশ্বরপ্রসন্ন।তিনি ১৯৯৬ সালের মে থেকে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তেজপুর নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংসদ হিসেবে তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।ঈশ্বরপ্রসন্ন হাজরিকার প্রয়াণে শোণিতপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দাদুল বরকাকতি, এমট্রন-এর উপাধ্যক্ষ ঋতুবরণ শর্মা প্রমুখ বহুজন গভীর শোক ব্যক্ত করে শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইটভট্টা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদান সহ চার দফা দাবিতে সিআইটিইউ - র গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে : ইট ভাট্টা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা সহ শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে মালিক কর্তৃপক্ষের তাল বাহানা বন্ধ করা সহ চার দফা দাবিতে অফিস লেনসিত শ্রম দপ্তরের সামনে গণ অবস্থান সংগঠিত করে সি আই টি ইউ ত্রিপুরা ইট ভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়ন। তাঁদের দাবি অতিসত্বর পূরণ না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বামফ্রন্টের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ নারায়ণ কর বলেন, রাজ্যে একাংশ ইট ভাট্টায় কাজ শেষ হওয়ার পরও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না পরিযায়ী শ্রমিকরা। গত কিছু দিন আগে বাধ্য হয়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ির ফেরার পথে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। তাঁর অভিযোগ, শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদানে মালিক কর্তৃপক্ষ তাল বাহানা করছে। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে সি আই টি ইউ ত্রিপুরা ইট ভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়ন।আজ সি আই টি ইউ ত্রিপুরা ইট ভাট্টা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে ইট ভাট্টা শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি নিয়ে মালিক কর্তৃপক্ষের তাল বাহানা বন্ধ করা, অবিলম্বে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা সহ চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও গন অবস্থানে মিলিত হয়েছে।এদিনের গনঅবসানে শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়া বর্মন, সমর চক্রবর্তী , নির্মল বিশ্বাস , কাজল সরকার , তাপস গুপ্ত, সৃজন দেব, তপন ভট্টাচার্য্য সহ বিভিন্ন ইউনিয়নসমূহের রাজ্য নেতৃত্বরা। অবস্থান থেকে নির্মল রায়ের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধি দল শ্রম কমিশনারের অনুপস্থিতিতে এডিশানাল শ্রম কমিশনারের নিকট স্মারকলিপি দিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন দীপক দে, মনোরঞ্জন দাস, দুলাল আচার্য , সমরেন্দ্র দন্ড।

মহারাষ্ট্রে বাহিনীর গুলিতে দুই মহিলা-সহ তিন মাওবাদী নিহত

গড়চিরৌলি , ১৩ মে (হি. স.): সোমবার মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মহিলা-সহ তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের দাবি, নিহতেরা নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র বাহিনী পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র সহযোগী পেরিমিলি দলমের সক্রিয় সদস্য। নিহত মাওবাদীদের মধ্যে একজনকে পেরিমিলি দলমের কমান্ডার বাসু বলে শনাক্ত করা গিয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের মার্চ মাসে গড়চিরৌলি সীমানার জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে ৪ জন মাওবাদী কমান্ডারকে মেরেছিল ছত্তিশগড় পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথবাহিনী। এর পর আবার চতুর্থ দফার ভোটের দিন মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেল বাহিনী।

জলের দাবীতে জাতীয় সড়কে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ মে : পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল এলাকাবাসী। দীর্ঘ দিন সমস্যার সমাধান না পেয়ে ফের পানীয় জলের দাবিতে আজ জহরনগর বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক পথ অবরোধে বসেন আমবাসা বিধানসভার অন্তর্গত পাইজাবাড়ি এলাকাবাসী। অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন দুই মাস পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন আমবাসা বিধানসভার অন্তর্গত পাইজাবাড়ি এলাকাবাসী। একাধিকবার এ বিষয়ে প্রসাশনের পঞ্চায়েতে জানানো হলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি। তাই আজ সকালে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রসাশনের উচ্চ পদস আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন দূত পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।